ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 September, 2023 ■ আগরতলা ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২৬ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শপথ নিলেন তফাজ্জল, বিন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের দুটি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে জয়ী তফাজ্জল হোসেন ও বিন্দ দেবনাথ আজ বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন বিধানসভার লবিতে উপনির্বাচনে জয়ী দুই জনকে শপথবাক্য পাঠ করান। প্রথমে শপথ গ্রহণ করেন ২০-ব'নগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নবনির্বাচিত বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন। এরপর শপথ নেন ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী বিধায়ক বিন্দ দেবনাথ। উভয়েই বাংলায় শপথবাক্য পাঠ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সহ মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, অন্যান্য বিধায়কগণ, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা এবং রাজ্য প্রশাসনের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষকদের অধিকার নিয়ে প্রথম বিশ্ব সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিজ্ঞান পরিসরে কৃষকদের অধিকার নিয়ে প্রথম বিশ্ব সম্মেলেনের উদ্বোধন করেন। ৫৯টি দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও কৃষকরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্বের কৃষক সম্প্রদায়ই শস্য বৈচিত্র্যের প্রকৃত অভিভাবক। এ দিকে কৃষকদের রয়েছে অসাধারণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব। তিনি অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রজাতি রক্ষা ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কৃষকদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত একটি বিশাল বৈচিত্র্যের দেশ। যদিও এর আয়তন বিশ্বের মাত্র ২.৪ শতাংশ, বিশ্বের জৈবিক প্রজাতির ৭ থেকে ৮ শতাংশ এখানে রয়েছে। ভারতের সমৃদ্ধ কৃষি-জীববৈচিত্র্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে একটি ধন। তিনি বলেন, আমাদের কৃষকরা কঠোর পরিশ্রম ও উদ্যোক্তার মাধ্যমে স্থানীয় জাতের গাছপালা সংরক্ষণ করেছেন। দেশীয়ভাবে উপযোগী বন্য গাছপালা তৈরি করা এবং ঐতিহ্যগত জাতের চারা লালন করা।রাষ্ট্রপতি বলেন, কৃষি গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে ভারত ১৯৫০-৫১ সাল থেকে খাদ্যশস্য, উদ্যানপালন, মৎস্য, দুধ এবং ডিমের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য এর সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে কৃষি-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষক এবং পরিশ্রমী কৃষক, বিজ্ঞানী এবং নীতিনির্ধারকদের প্রচেষ্টা, সরকারি সহায়তার সাথে মিলিতভাবে, দেশে বেশ কয়েকটি কৃষি বিপ্লব পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি আস্থা ব্যক্ত করেন যে, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান ঐতিহ্যগত জ্ঞানের কার্যকর সংরক্ষণকারী এবং বর্ধক হিসেবে কাজ করে যাবে।

দুদিনের রাজ্য সফরে কেন্দ্রীয় শিল্প রাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। আজ সন্ধ্যায় রাজভবনে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য-র সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সাথে আজ সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস কক্ষে আলোচনাকালে উভয়ের মধ্যে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। রাজ্যে শিল্পের উন্নয়নের বিষয়টি আলোচনায় প্রাধান্য পায়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সাহা রাজ্যে শিল্প ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে মৃত দুই কিশোরের বাড়ি গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার বিশালগড় মুরাবাড়িস্থিত দুই কিশোরের জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল।এই নিষ্পাপ দুটি কিশোরের বাড়িতে ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। সাথে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব, জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার, জেলা পুলিশ সুপার বি জে রেড্ডি এবং বিশালগড় মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। প্রয়াত দুটি শিশুর পরিবারের সাথে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং দুটি পরিবারের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেন তিনি। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ফান্ড থেকে মৃত দুই কিশোরের পরিবারের হাতে ঘটনার পরপরই ১০ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়েছিল, শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী দুটি পরিবারের হাতে আরো তিন লক্ষ্য নব্বই হাজার টাকার চেক তুলে দেন। পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ডা: মানিক সাহা জানান এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক, যা কোন ভাবেই ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এমন একটি অনুষ্ঠানের পর এভাবে দুটি অবুঝ প্রাণ চিরতরের মতো হারিয়ে যাবে তা কেউ ভাবতে পারেনি। তবে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে না পারলেও এই দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে দুটি পরিবারের হাতে এই সামান্য অর্থ রাশি তুলে দেওয়া হয়েছে। এই মর্মাহত পরিবার দুটির পাশে থাকবে বর্তমান সরকার। প্রসঙ্গত,খোয়াই নদীতে মর্মান্তিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহর থেকে উদ্ধার প্রচুর ফেন্সিডিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। শহরের বুকে উদ্ধার প্রচুর পরিমান নেশা জাতীয় কফ সিরাপ। গোপন খবরের ভিত্তিতে আগরতলার গান্ধীঘাট এলাকায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত সুধীর রঞ্জন মজুমদারের বাড়ির গলিতে অবস্থিত এক বাইক মেকানিকের দোকান থেকে উদ্ধার প্রচুর ফেন্সিডিল। আটক করা হয় বাইক মেকানিককে। আটককৃত ব্যক্তির নাম মিঠু দাস।

তাকে আটক করে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালায় পুলিশ। ফের বেরিয়ে আসে আরও তথ্য। সোমবার রাতে গান্ধীঘাট এলাকায় ফেন্সিডিল সহ আটক বাইক মেকানিক মিঠু দাসকে জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসা তথ্যের ভিত্তিতে করে মঙ্গলবার এক গাড়ির পিছু ধাওয়া করে পুলিশ।

রাধানগর স্ট্যান্ড থেকে ধাওয়া করে গাড়িটিকে আইজিএম চৌমুহনী এলাকার আশে পাশে এসে চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাপ দিয়ে পালিয়ে যায় চালক।

যদিও গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ। ওই গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় প্রচুর পরিমাণ ফেন্সিডিল। প্রায় ৫ থেকে ৬ বস্তা এস্কফ উদ্ধার করেছে পুলিশ। যার বাজার মূল্য কয়েক লক্ষাধিক টাকা। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে বলে জানিয়েছে।

বিদ্যুতের দাবিতে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১২ সেপ্টেম্বর।। বিদ্যুতের দাবিতে সড়ক অবরোধ গ্রামবাসিদের। ঘটনা বক্সনগর বিদ্যুৎ ডিভিশনের অন্তর্গত উত্তর কলমচৌড়া এলাকায়। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, উত্তর কলমচৌড়ার জুমেরডেপা এলাকায় বিগত প্রায় তিনদিন যাবত বিদ্যুৎ হীনতায় ভুগছে। বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারটি বিকল হয়ে যাওয়ায় বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৮ দফা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ সিট্যু নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। ১৮ দফা দাবীর ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন দিল সিআইটিইউ। গত ৩০ আগস্ট শ্রমজীবীদের ১৮ দফা দাবী নিয়ে এক মিছিল ও সমাবেশ পালিত করেছিল। ওইদিনই মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ১৮ দফা দাবী সনদ পেশ করে ডেপুটেশন দেওয়ার কথা ছিল। তবে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকায় মঙ্গলবার সময় দেওয়া হয়। পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে মঙ্গলবার বিকেলে সি আই টি ইউ এর ৫ জনের এক প্রতিনিধি দল মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন। ১৮ দফা দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আসন্ন শারদোৎসবের এক মাস পূর্বে সমস্ত পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের মূল্যবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বোনাস প্রদান করতে হবে। চা বাগান শ্রমিকদের নুন্যতম ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিতে হবে। চুক্তি মোতাবেক ও আইন অনুযায়ী যে সমস্ত মালিক বোনাস নির্দিষ্ট সময়ে দিতে অসম্মতি প্রদান করবে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। শ্রমিকদের মাসিক নুন্যতম মজুরি ২৬০০০ টাকা করতে হবে। রেগা ও টুয়েপের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেকেরকোট বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী

ছাত্রছাত্রীদের মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। এই ধরণের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের সহায়ক হবে। আজ সেকেরকোট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব ও প্রাক্তণীদের মিলন মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আয়োজিত রক্তদান শিবির ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে যাদের অবদান ছিল তাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো উচিত। ইতিহাসকে ভিত্তি করে ভবিষ্যতের দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, খেলাধুলা এবং পড়াশুনা সমানভাবে চললেই ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীরা সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে। যেকোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষা শুরু হয় তার ঘর থেকেই। মা হচ্ছেন ঘরের প্রথম শিক্ষক। আর বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দেখে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩৩০ ▫ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ২৬ ভাদ্র ▫ বুধবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ভিন্নপথে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন !

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ও উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা হইতে ভারত বর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার ৭৬ বছর পর ভারতে ব্রিটিশ আমলের বহু আইন এখনো চালু রহিয়াছে। ব্রিটিশ আমলের ঐসব আইনগুলো পরিবর্তন পরিবর্ধন করিবার জন্য নানা মহল হইতে নানা সময় বিভিন্ন প্রস্তাব আসিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে যেহেতু আইন পরিবর্তনের সংস্থার রহিয়াছে সেহেতু সবদিক বিচার বিবেচনা করিয়া আইন পরিবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব। ব্রিটিশ আমাদের এমন কিছু আইন-রহিয়াছে যেগুলি এখনো ভারতবর্ষে সময়োপযোগী বলিয়াই গণ্য হইতেছে। রাষ্ট্রদ্রোহ আইন ব্রিটিশ আমলের আইনেরে একটি অংশবিশেষ বলিলে ভুল হইবে না। এই কঠোর আইনের ধারায় অনেকেই কঠোর শাস্তি পাইতেছেন। এই আইনের অপব্যবহার নিয়েও নানামহলে নানা প্রশ্ন অতীতে শুরু করিয়াছে। সেই কারণেই এই আইন পরিবর্তনের দাবি উঠিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি বিবেচনা করিবার জন্যই সুপ্রিম কোর্টের দারস্ত হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি সুরাহা করিবার জন্য সাংবিধানিক বেঞ্চের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে।

ভিন্নপথে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন চালুর অভিযোগ উঠিয়াছে। বিষয়টি সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠাইল সুপ্রিম কোর্ট। ব্রিটিশ আমলের রাষ্ট্রদ্রোহ আইন আমূল বদলাইয়া তাহা নতুন করিয়া চালু করিতে চাইতেছে কেন্দ্র। চলতি বছর মে মাসে শীর্ষ আদালতে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বলা হইয়াছিল, 'ঔপনিবেশিক আইনের রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের ধারা এবং সাজার বিধানগুলি পুনর্বিবেচনা করা হইতেছে।বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য সংবিধানিক বেঞ্চে পাঠাইয়াছে শীর্ষ আদালত। শুনানি পিছাইয়া দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হইলেও প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ তাহা খারিজ করিয়া দিয়া জানাইয়াছে, 'অন্তত পাঁচ বিচারপতিকে নিয়া গঠিত সংবিধান বেঞ্চ বিষয়টির সাংবিধানিক বৈধতা যাচাই করিবে।' ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ধারা-সহ রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের আওতায় থাকা যাবতীয় ধারাগুলিকে পরীক্ষা করিয়া পরিবর্তন করিতে চাইতেছে কেন্দ্র। প্রক্রিয়াটি এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে রহিয়াছে। আর পরিবর্তন হইলে ঔপনিবেশিক আমলের আইনের বিধানগুলির প্রয়োজনীয় বদল করা হইবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গত ১১ অগাস্ট বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে তিনটি বিল পেশ করেন লোকসভায়। এই বিল সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে পাঠানো হয়।প্রস্তাবিত নতুন বিলে উল্লেখ রহিয়াছে, ভারতের সার্বভৌমত্ব, একতা এবং অখণ্ডতাকে যদি কেউ বিপন্ন করে তাহা হইলে উপযুক্ত শাস্তি হইবে। সেই বিল কার্যক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলের রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের তুলনায় অনেক বেশি 'আগ্রাসী' বলিয়া ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠিয়াছে। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, নয়া পরিস্থিতিতে পুরো বিষয়টি নতুন ভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ সেই বিচার করিবে।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মণিপুর থেকে আন্দামান

ইম্ফল, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুর থেকে দক্ষিণে আন্দামান সাগর। মণিপুরে মাঝারি মানের ভূমিকম্প হয়েছে এবং আন্দামান সাগরে আরও কম জোরাল কম্পন হয়েছে। ভূমিকম্পের জেরে হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতিরও কোনও খবর নেই। সুনামি সতর্কতাও জারি হয়নি। তবু আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনএসসি) সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ভোর ৩টে ৩৯ মিনিট নাগাদ আন্দামান সাগরের ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.৪। ভূমিকম্পের উৎস্থল ছিল আন্দামান সাগরের ৯৩ কিলোমিটার গভীরে। এর আগে সোমবার ভোরে বঙ্গোপসাগরে ৪.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়। সাগরের ৭০ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। যদিও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই। অন্যদিকে, সোমবার রাত ১১টা ১ মিনিট নাগাদ কেঁপে ওঠে মণিপুরের উখরুল জেলা। এনএসসি সূত্রে খবর, রিখটার স্কেলে মণিপুরে ভূ-কম্পের তীব্রতা ছিল ৫.১। উখরুলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ২০ কিলোমিটার গভীরে এর উৎসস্থল ছিল। তবে ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে সাগরে পরপর ভূমিকম্প এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিন জায়গায় কম্পনের ঘটনায় সুনামি ও বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত, ভূমিকম্পে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে মরক্কোর টিনমেল গ্রাম। সোমবার রাত পর্যন্ত মরক্কোয় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২, ৮৬২। আহত আড়াই হাজারের বেশি। এছাড়া নিখোঁজ বহু মানুষ। ধ্বংসাবশেষের নীচে মানুষের পাশাপাশি বহু পশু চাপা পড়ে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত উদ্ধারকাজ চলছে। বাড়তে পারে মৃতের সংখ্যা।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ডেঙ্গিতে মৃত্যু হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এমটেক প্রথমবর্ষের এক ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম ওহিদুর রহমান (২৩)। সোমবার কলকাতার এক বেসরকারি নার্সিংহোমে মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গি আক্রান্ত ওই ছাত্রের। তার ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডেঙ্গু উল্লেখ করা হয়েছে।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ৩১শে আগস্ট কে.পি.সি. হাসপাতালে ভর্তি হন ওহিদুর। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ৩ সেপ্টেম্বর বেলভিউ নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। গত ৮ দিন ধরে চিকিৎসক অমিতাভ নন্দীর চিকিৎসাধীনে ছিলেন। সোমবার চিকিৎসকরা তাঁকে 'মৃত' ঘোষণা করেন। চিকিৎসক অমিতাভ নন্দী জানিয়েছেন, খুব জটিল অবস্থা নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। তাঁর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। কিডনি, ফুসফুস, লিভার, প্যানক্রিয়াস অচল হয়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ওহিদুর মুর্শিদাবাদের রমনা সেখদিঘির শীতলপাড়ার বাসিন্দা। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বেড়েছে মশার উপদ্রব অভিযোগ পড়ুয়াদের। একাধিক বার বিশ্বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও মেলেনি কোনও সুরাহা।

পড়ুয়াদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস জুড়ে জমা জল, যত্রতত্র পড়ে রয়েছে ময়লা আবর্জনা দিনে দিনে বাড়ছে মশার প্রকোপ। হস্টেলে কয়েকজনের ডেঙ্গিও হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন তাঁরা। এ প্রসঙ্গে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যেভাবে আবর্জনা হয়ে পড়ে থাকে, সেগুলি পরিষ্কার ব্যাপারে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া হয় না। উপাচার্য কি নোটিস পাঠাব? আমরা গিয়ে পরিষ্কার করি। আমার যাব। আবার গিয়ে আমরা সচেতন করব।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। স্প্রে করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গোটা বাংলায় অন্তত ২০ হাজার মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

মহাজাগতিক রশ্মি

মহাজাগতিক রশ্মি। দূর মহাকাশের বিভিন্ন মহাজাগতিক ঘটনায় এর জন্ম, কিন্তু আবিষ্কারের কাহিনিটি বেশ মজার। প্রথমে একে মনে করা হচ্ছিল নিছক আলোকরশ্মি বা বিদ্যুৎ—চুম্বকীয় তরঙ্গ। কিন্তু পরে দেখা গেল, এর প্রায় সবটুকুই কণা দিয়ে তৈরি। প্রদীপ দেব

১৮৯৫ সালে এক্স-রে আবিষ্কৃত হওয়ার পরবর্তী এক দশকের মধ্যেই পদার্থবিজ্ঞানের জগৎ নতুন নতুন তথ্য, তত্ত্ব, কণা ও রশ্মিতে ভরে উঠতে লাগল। পরের বছরই আবিষ্কৃত হলো তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বা রেডিও—অ্যাকটিভিটি। ঠিক তার পরের বছর ১৮৯৭ সালে জানা গেল, ইলেকট্রন হলো পদার্থের সবচেয়ে মৌলিক কণা। যদিও ইলেকট্রন যে নেগেটিভ চার্জ বহন করে, তা কয়েক শ বছর আগে থেকেই জানা ছিল, কিন্তু তার অন্য ধর্মগুলো সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ তখন মাত্র হাতে এসেছে। দৃশ্যমান আলো সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই আছে। সেই ধারণাকে সুনির্দিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রে রূপ দেওয়া হয়ে গেছে তত দিনে। দৃশ্যমান আলো যে বিদ্যুৎ—চুম্বকীয় তরঙ্গ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, তা বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক্স-রে আবিষ্কারের ৩০ বছর আগে। কিন্তু অদৃশ্য এক্স-রে কিংবা গামা-রের শক্তি এবং গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানার তখনই শুরু। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই পদার্থবিজ্ঞানের জগৎ অজানা রশ্মি ও কণাময় হয়ে উঠল। এই অদৃশ্য রশ্মিগুলোর শক্তি বিকিরণের তীব্রতা দেখে অবাক হলেন বিজ্ঞানীরা। এমনকি যে পদ্ধতিতে এরা বিভিন্ন পদার্থের দেয়াল ভেদ করে অনায়াসে চলে যাচ্ছে, সেটাও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই বৈজ্ঞানিক রহস্য আবিষ্কারের জন্য অধীর হয়ে উঠলেন পৃথিবীর পদার্থবিজ্ঞানীরা। আমাদের উপমহাদেশের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুও ছিলেন সেই বিজ্ঞানীদের দলে। তখন নতুন নতুন রশ্মি ও কণা আবিষ্কারের ধুম লেগে গেছে। কিছুদিন পরপরই বিজ্ঞানীদের মনে হচ্ছে, আরও নতুন কোনো রশ্মির সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু কেউ একজন ঘোষণা দিলেই তো আর আবিষ্কার হয়ে যায় না। একজন কোনো কিছু আবিষ্কার করলে কী পদ্ধতিতে আবিষ্কার করেছেন, তা জানাতে হয়। একই পদ্ধতিতে অন্যরাও যদি সেই আবিষ্কারের ফল পান, তবেই বলা যায় যে এটি সঠিক আবিষ্কার। ১৯০৩ সালে ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী প্রসপার ব্লন্ডলট ঘোষণা দিলেন, তিনি নতুন একধরনের রশ্মি আবিষ্কার করেছেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি বেশ কয়েকটি পেপার লিখে ফেললেন। কীভাবে তিনি এই নতুন রশ্মির বিকিরণ আবিষ্কার করেছেন, তা নিয়ে। পাঁচ বছর আগে মেরি কুরি নতুন তেজস্ক্রিয় মৌল আবিষ্কার করে নিজের জন্মভূমির নামে নামকরণ করেছিলেন পোলোনিয়াম। প্রসপার ব্লন্ডলটও সেভাবে ফ্রান্সের যে শহরে তিনি জন্মেছেন, সেই শহরের নামে তাঁর রশ্মির নাম দিলেন ন্যান্সি রশ্মি বা এন—রে। তাঁর শহরে হইচই পড়ে গেল। ফ্রেঞ্জ একাডেমি অব সায়েন্স তাঁকে ৫০ হাজার ফ্রাঙ্ক পুরস্কার দিয়ে ফেলল। দ্রুত বিখ্যাত হয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু সমস্যা হয়ে গেল যখন এন—রে নিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার বিজ্ঞানীরাও কাজ শুরু করলেন। ব্লন্ডলট যে পদ্ধতিতে এন—রে আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করেছেন তাঁর গবেষণাপত্রে, অন্য বিজ্ঞানীরা একই পদ্ধতি বারবার ব্যবহার করেও এন-রের অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন না। স্বাভাবিকভাবেই এন—রের দাবি বাতিল হয়ে গেল। তবু ন্যান্সি শহরের অনেকেই বিশ্বাস করতে থাকলেন, তাঁদের বিজ্ঞানী আবিষ্কার ঠিকই করেছেন, অন্য বিজ্ঞানীরা ষড়যন্ত্র করে তাঁর স্বীকৃতি দিতে চাইছেন না। যে বিষয় নিয়ে তিনি গবেষণা করেছিলেন বা যে তত্ত্বের জন্য তিনি বিশ্বখ্যাতি পেয়েছেন, সেটি এতই দুর্বোধ্য, জটিল আর বিমূর্ত যে বিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষেও এর মর্মার্থ উপলব্ধি করা কঠিন

এক্স-রে, গামা—রে নিয়ে তখন প্রচুর গবেষণা চলছে পৃথিবীজুড়ে। গোল্ড-লিফ ইলেকট্রোস্কোপ বা স্বর্ণপাত তড়িৎবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহার করে চার্জিত কণার অস্তিত্ব এবং পরিমাণ নির্ণয় করা তখন নিয়মিত ব্যাপার। স্কটিশ বিজ্ঞানী চার্লস উইলসন তখন প্রচুর গবেষণা করছেন কীভাবে অদৃশ্য বিকিরণ ও চার্জ শনাক্ত করা যায়। উইলসন ছিলেন ইলেকট্রন আবিষ্কারক জোসেফ জন টমসনের (জে জে টমসন) ছাত্র। ক্যাভেন্ডিস ল্যাবে কাজ করার সময় তিনি খেয়াল করলেন, তাঁর স্বর্ণপাত তড়িৎবীক্ষণযন্ত্র মাঝেমধ্যে কিছু চার্জ শনাক্ত করছে। অথচ আশপাশে কোনো চার্জিত বস্তু কিংবা তেজস্ক্রিয় পদার্থ নেই, যেখান থেকে চার্জ কিংবা বিকিরণ নির্গত হতে পারে। অনেক খুঁজেও এর কারণ বের করতে পারলেন না উইলসন। এ ঘটনা আরও অনেক ল্যাবেই দেখা গেল। বৈদ্যুতিক চার্জগুলো যে কুলম্বের সূত্র মেনে চলে, সেই চার্লস কুলম্বও শতাধিক বছর আগে এ রকম রহস্যময় কিছু লক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, তাঁর চার্জিত গোলক কোনো কারণ ছাড়াই চার্জ হারাচ্ছে। রহস্যময় এই ঘটনার কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধান করা যায়নি। তবে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি ধরে নিয়েছেন, পৃথিবী নিজেই যেহেতু তেজস্ক্রিয় নক্ষত্র থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তাই ৪৫০ কোটি বছর ধরে বিকিরণের পরও এখনো কিছুটা তেজস্ক্রিয়তা রয়ে গেছে এর ভেতরে। সেই বিকিরণই মাঝেমধ্যে ধরা দিচ্ছে তড়িৎবীক্ষণযন্ত্রে। কিন্তু ধোঁয়াশা ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট থাকা বিজ্ঞানীদের ধর্ম নয়। এই রহস্য উন্মোচনে কাজ করছিলেন অনেকেই। তত দিনে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মৌলিক ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা জেনে গেছেন। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে দূরে গিয়ে তেজস্ক্রিয়তা মাপলে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ কমে যায়। কোনো জায়গায় তেজস্ক্রিয় বস্তু রেখে তার ১ মিটার দূরে ডিটেক্টর রাখলে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যাবে, দুই মিটার দূরে রেখে মাপলে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ হবে চার ভাগের এক ভাগ। তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত অনুপাত। পৃথিবীর ভেতরের তেজস্ক্রিয়তার অস্তিত্বই যদি তড়িৎ—বীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে, তাহলে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে যত ওপরের দিকে এই তড়িৎ—বীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে যাওয়া হবে, তেজস্ক্রিয়তা তত কমে যাবে। তড়িৎ—বীক্ষণযন্ত্র ভূমির সমতলে যে পাঠ দেবে, ভূমি থেকে ওপরে তার চেয়ে কম পাঠ দেবে। বিভিন্নভাবে এই পরীক্ষা করে দেখা হলো, কিন্তু উচ্চতার কারণে পাঠের কোনো পার্থক্য দেখা গেল না। তখন ভাবা হলো, সামান্য দূরত্বের পার্থক্যে কিছু হবে না। দূরত্ব বাড়াতে হবে। ১৯১০ সালে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী থিওডর বুলফ আইফেল টাওয়ারের ওপরে উঠে পরীক্ষা চালালেন। ফল হলো উল্টো। দেখা গেল, আইফেল টাওয়ারের নিচে তড়িৎ---বীক্ষণযন্ত্রে যে পাঠ পাওয়া গেল, ৩০০ মিটার ওপরে আইফেল টাওয়ারের চূড়ায় সেই বিকিরণের পরিমাণ অনেক বেশি। তাহলে এটা নিশ্চিত হলো, এই তেজস্ক্রিয়তার উৎপত্তি পৃথিবীতে নয়, পৃথিবীর বাইরে। কিন্তু কোথায়? অস্ট্রিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী ভিক্টর হেস তখন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষক। তিনি ঠিক করলেন, আরও অনেক উঁচুতে উঠে পরীক্ষা চালাবেন। এ জন্য ব্যবহার করলেন বেলুন। বেশ কিছু বেলুন পরীক্ষা করলেন বেলুনে চড়ে। ৪৫০ মিটার উচ্চতা থেকে শুরু করে পাঠ নিতে নিতে তিনি উঠলেন ৫ কিলোমিটারের বেশি উচ্চতায়। দেখলেন, যতই ওপরের দিকে উঠছেন, তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ ততই বাড়ছে। তার মানে, এই তেজস্ক্রিয়তা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসছে পৃথিবীর বাইরে থেকে। তবে কি সূর্য থেকে আসছে? তাহলে দিনের বেলার পাঠ আর রাতের বেলার পাঠে পার্থক্য থাকবে। ভিক্টর হেস রাতের বেলায়ও পরীক্ষা চালালেন। অন্ধকারে যখন সূর্যের আলো বেলুনের আশপাশে কোথাও নেই, তখনো দেখা গেল তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ একটুও কমছে না। ঘটনা কী? তবে কি সূর্যও নয়, আরও দূরের কোনো নক্ষত্র থেকে আসছে এই তেজস্ক্রিয়তা? সূর্যগ্রহণের ফলে কোনো তারতম্য দেখা যায় কি না, পরীক্ষা করার জন্য ১৯১২ সালের ১৭ এপ্রিল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় বেলুনে চড়ে তড়িৎ—বীক্ষণযন্ত্রের পাঠ নিলেন ভিক্টর হেস। কিন্তু ফলাফলে কোনো তারতম্য দেখা গেল না। ১৯১৩ সাল নাগাদ বিজ্ঞানীরা মেনে নিলেন যে পৃথিবীর বাইরে, এমনকি সূর্যের থেকেও দূরে মহাকাশের গভীর নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বর্ম ভেদ করে চলে আসছে এই আশ্চর্য রশ্মি। আরও প্রায় ১২ বছর পর ১৯২৫ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী রবার্ট মিলিক্যান এই রশ্মির নাম দিলেন কসমিক রে। বাংলায় আমরা একে মহাজাগতিক রশ্মি বলছি। ১৯৩৬ সালে মহাজাগতিক রশ্মির আবিষ্কারক হিসেবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন ভিক্টর হেস। রবার্ট মিলিক্যান যতই বলুন যে কসমিক রে আসলেই রেমানে আলোকরশ্মির মতো বিদ্যুৎ—চুম্বকীয় তরঙ্গের অংশ, এতে বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কসমিক রে এক্স-রে কিংবা গামা—রের চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং এদের ভেদনক্ষমতাও অনেক বেশি। মিলিক্যান বললেন, কসমিক রে বিদ্যুৎ—চুম্বকীয় তরঙ্গেরই বড় ভাই। এদের কম্পাঙ্ক এক্স-রে ও গামা—রের কম্পাঙ্কের চেয়ে বেশি, আর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক্স-রে ও গামা—রের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে কম। মিলিক্যান বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী, ইলেকট্রনের চার্জ সঠিকভাবে মেপে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯২৩ সালে। তাঁর কথা অনেকেই মেনে নেবেন, এটা ঠিক। কিন্তু বিজ্ঞানে প্রমাণ ছাড়া কারও কথা কেউ মেনে নেয় না। মিলিক্যানের কথাও অনেক বিজ্ঞানীর বিশ্বাস হলো না। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন কসমিক রে আসলেই রশ্মি, নাকি মহাকাশ থেকে ছুটে আসা কোনো চার্জিত কণা। তত দিনে ইলেকট্রন ও প্রোটন সম্পর্কে সবাই জেনে গেছেন। নিউট্রন তখনো স্বীকৃতি পায়নি। কসমিক রে যদি মহাকাশ থেকে ছুটে আসা রশ্মি হয়, আলোকরশ্মির অংশ হয়, তাহলে এর ফোটন কণা পৃথিবীর সব জায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ার কথা। কারণ, ফোটন যেহেতু চার্জহীন, সেহেতু এরা কোনো ধরনের বিদ্যুৎক্ষেত্র কিংবা চুম্বকক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হবে না। কিন্তু যদি এরা চার্জিত কণা হয়, তাহলে পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের প্রভাব তাদের গতির ওপর অবশ্যই পড়বে। তাহলে দেখা যাবে, পৃথিবীর মেরুর দিকে কসমিক রে বেশি ধরা পড়বে।

আইনস্টাইন মোটেই ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিলেন না

মুনির হাসান

ছোটবেলায় যখনই কেউ অঙ্কে ভালো করে বা বিজ্ঞানে তার প্রতিভা দেখায়, তখনই বেশির ভাগ লোক তাকে 'ছোট্ট আইনস্টাইন' বলে ডাকে। আর একটু বড় হলে, বিশেষ করে হাইস্কুলে বা কলেজে অনুরূপ ক্ষেত্রে সেটি হয় 'তরুণ আইনস্টাইন'। কেবল বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বের বেশির ভাগ বাবা-মা তাঁদের সন্তানদের আইনস্টাইন বানাতে চান! কেন?

জবাবটা সোজা। জার্মান বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দুনিয়া ও স্থান সম্পর্কে আমাদের হাজার বছরের ধারণাকে পাল্টে দিয়েছেন। এই সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং মনে করেন, কোনো একদিন আসবে, যখন সময়ের কিংবা দুনিয়ার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখে ফেলা যাবে চার পৃষ্ঠায় এবং তার তিন পৃষ্ঠা জুড়ে থাকবে কেবল আইনস্টাইনের নাম!

কাজেই সব বাবা-মা যদি তাঁদের সন্তানকে এমন একজন ব্যক্তির মতো বানাতে চান, তাহলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না।

আইনস্টাইনের সাদা চুলের যে ছবিটা আমরা দেখি, সেখানে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চোখের উপস্থিতি সহজে টের পাওয়া যায় এবং সেখান থেকে সহজে বিশ্বাস করা যায় যে, ছোট বয়সে আইনস্টাইন আসলেই 'আইনস্টাইন' ছিলেন। মানে, ক্লাসের তুখোড় ছেলে, বিজ্ঞান আর গণিতে ফাটাফাটি অবস্থা, ক্লাসে সবার আগে যেকোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, স্কুলে না গেলে চিন্তিত স্যাররা তার খোঁজ নেওয়ার জন্য বাড়িতে চলে আসছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ঘটনা কি আসলেই তা ছিল?

গণিতের রাজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা হলো পাই (৩.১৪...)। মার্কিন রীতিতে মার্চের ১৪ তারিখকে লিখলে সেটি পাই এর মান প্রকাশ করে বলে ১৪ মার্চকে আমরা এখন পাই দিবস বলি। সেই ১৪ মার্চ ১৮৭৯ সালে জার্মানির উলম শহরে হারম্যান আর পাউলিনের ঘরে অ্যালবার্টের জন্ম। সে সময় অ্যালবার্টের বাবা হারম্যান একটা চাকরি করতেন, কিন্তু অচিরেই চাকরি খুইয়ে তাঁদের চলে যেতে হয় মিউনিখ শহরে, যেখানে আইনস্টাইনের একমাত্র ছোট বোন মারিয়ার জন্ম। মিউনিখেই কেটেছে আমাদের আইনস্টাইনের ছোটবেলা।

জন্মের সময়ই আইনস্টাইন বেশ নাদুসনুদুস। পাউলিন এ কারণে তাঁকে নিয়ে একটু সংশয়ে ছিলেন। দেখা গেল, আইনস্টাইন কথা বলতে পারেন না সহজে। শব্দের পর শব্দ সাজানোতে তাঁর প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। এর মূল কারণ ছিল, বলার জন্য শব্দ খুব সহজে খুঁজে পেতেন না আলবার্ট। তবে তিনি মোটেই তোতলা ছিলেন না!

স্কুল শুরু করার আগে, চার বা পাঁচ বছর বয়সে আলবার্টের বাবা তাঁকে একটি কম্পাস উপহার দেন। এটি ছিল আইনস্টাইনের জন্য খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার। কারণ, যেখানে, যেভাবে রাখা হোক না কেন, কম্পাসের কাঁটা সব সময় উত্তর দিকে মুখ করে থাকে!!!

ছয় বছর বয়সে মিউনিখে একটি স্কুলে যেতে শুরু করেন আলবার্ট এবং তাঁর মায়ের ধারণাকে সত্যি প্রমাণ করে ক্লাসে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে থাকেন। একে ঠিকমতো কথা বলতে না পারা, দ্বিতীয়ত কোনো বিষয়েই ঠিকমতো তৈরি হতে না পারাদুটোই স্কুলে ট্রেডমার্ক হয়ে যায়। স্কুলের শিক্ষকেরা আলবার্টকে মোটেই পছন্দ করতেন না। এমনকি কোনো কোনো স্যার তাঁকে ক্লাস থেকে বের করে দিতেন। কারণ, বলার মতো কোনো সাফল্য তাঁর ছিল না। আইনস্টাইন খালি ভাবতেন, স্কুল না থাকলে কী হয়! ঠিকমতো কথা বলতে পারতেন না বলে চুপচাপ আলবার্টের স্কুলে কোনো বন্ধু ছিল না। বাসায় ফিরে তাসের ঘর সাজানো আর মারিয়ার সঙ্গে খেলে আর গল্প করে আইনস্টাইন বড় হতে থাকেন। নয় বছর বয়সে মূল স্কুলে আসার পরও স্কুলের পড়ালেখায় তাঁর তেমন উন্নতি হয়নি। বরং স্কুলের লেফট-রাইট আর মিলিটারি ট্রেনিং তাঁকে আরও সন্ত্রস্ত করে তোলে। তবে এর ফাঁকে তাঁর বিজ্ঞান ও বিশেষ করে, গণিতে আগ্রহ বাড়তে শুরু করে। এর কারণ ছিল দুটি। আলবার্টের কাকা দেখা হলেই আলবার্টকে একটি গাণিতিক ধাঁধা জিজ্ঞেস করতেন, আর তার উত্তর খুঁজতে আলবার্ট যথেষ্ট আনন্দ পেতেন। সমাধান ঠিক হলে আলবার্ট পেতেন কাকার কাছ থেকে গণিত আর বিজ্ঞানের বই উপহার। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, তাঁদের পারিবারিক বন্ধু, মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ম্যাক্স তামুদ। ম্যাক্স প্রতি বৃহস্পতিবার তাঁদের সঙ্গে ডিনার করতেন। ম্যাক্স আলবার্টের জন্য জনপ্রিয় বিজ্ঞান আর দর্শনের বই নিয়ে আসতেন। এগুলো পড়ে ব্যাপক আনন্দ পেতেন আলবার্ট। ম্যাক্সই তাঁকে একটি জ্যামিতির বই দেন, যা আলবার্টকে অনেক কিছু নতুন করে চিন্তা করতে শেখায়। ম্যাক্সের দেওয়া বিজ্ঞানের একটি বইতে একটি এক্সপেরিমেন্ট ছিল এ রকম: লেখক টেলিগ্রাফ তারের ভেতর দিয়ে যে বিদ্যুৎ যাচ্ছে, সেটার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করছে! ১৪ বছরের আইনস্টাইন ভাবতে শুরু করলেন, আচ্ছা যদি আলোর রথে চড়ে বেড়ানো যায়, তাহলে আলোর রথটা কি থেমে থাকবে? নাকি চলতে থাকবে? জার্মানির বার্লিনে আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র E=mc2 এর ভাস্কর্য। চার মিটার উঁচু এ ভাস্কর্যটি তৈরি করা হয়েছিল ২০০৬ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে 'ওয়াক অব আইডিয়া' সিরিজের আওতায়

ম্যাক্সই আলবার্টকে উচ্চতর গণিতের বিভিন্ন বইপত্র পড়তে দেন। এর মধ্যে ক্যালকুলাসের প্রতি আলবার্টের আকর্ষণ তৈরি হয় এবং ১২ বছর বয়স থেকে ক্যালকুলাস শেখার চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য, এসবের সঙ্গে স্কুলের পড়ালেখার কোনো মিলই ছিল না।

এর মধ্যে কাকা আর বাবা মিলে কোম্পানি লাটে তুলে ১৮৯৪ সালে আলবার্টদের ফ্যামিলি ইতালির মিলানে চলে যায়। পড়ালেখা শেষ করার জন্য আলবার্টকে রেখে যাওয়া হয় মিউনিখে। কিন্তু একে স্কুলের পড়ালেখায় অনীহা, তার ওপর সামরিক কায়দাকানুনএসবের কারণে আলবার্ট স্কুল ছাড়ার চেষ্টা করতে থাকেন এবং ছয় মাসের মাথায় একজন ডাক্তারকে রাজি করিয়ে 'অসুস্থতার' সার্টিফি

মরক্কোয় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৮৬২, নিখোঁজ বহু

মরক্কো, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মরক্কোর ভয়াবহ ভূমিকম্পে উদ্ধারকাজ যত এগোচ্ছে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা। সরকারি হিসাব অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ২,৮৬২। আহত কমপক্ষে আড়াই হাজার। মরক্কোর উদ্ধারকারীদের সাহায্য করছে বিদেশী দল। নিখোঁজ বহু।গত শুক্রবার ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মরক্কো। উৎসস্থল ছিল মরক্কোর মারাকাশের ৭১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৮। ভূমিকম্পের জেরে মুহূর্তে খেলনা বাড়ির মতো ভেঙে পড়ে ছোট বড় অসংখ্য ইমারত। কিছু বোঝার আগেই ভারী কংক্রিটের নিচে চাপা পড়ে মারা যান অসংখ্য মানুষ। বিধ্বংসী এই কম্পনের জেরে ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছে ইউনেস্কো হেরিটেজ হিসেবে চিহ্নিত ঐতিহাসিক মারাকেশ শহরকে ঘিরে থাকা লাল দেওয়াল। ধ্বংসস্তূপের নিচে প্রাণের সন্ধানে জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। আহতদের উদ্ধার করে হেলিকপ্টারে হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। এই কাজে মরক্কোর উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে স্পেনের একটি দল। যেখানে রয়েছেন ৩০ জন দমকলকর্মী, ডাক্তার ও নার্স রয়েছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, গত ৬০ বছরের মধ্যে মরক্কোয় হওয়া সব চেয়ে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের প্রভাব পড়েছে তিন লক্ষ মানুষের উপরে। ভেঙে পড়েছে সে দেশের অধিকাংশ ঘর-বাড়ি। গত তিন রাত ধরে খোলা আকাশের নীচে কাটাতে হচ্ছে অসংখ্য মানুষকে। মুলে ব্রাহিম, ম্যারাকেশ, কাসাব্লাঙ্কা, ইমদাল-সহ বেশ কিছু জায়গায় অস্থায়ী শিবির তৈরি করা হয়েছে। যেখানে সম্ভব, সেখানে সেনার তরফে খাবার, জল, ওষুধ, কম্বল, তাঁবু পাঠানো হচ্ছে। আল হাউজ অঞ্চলে মরক্কোর সেনা ২৪ জন চিকিৎসক, ৪৬ জন নার্স ও ৫৮ জন সামাজিক ও মানসিক বিশেষজ্ঞের সাহায্যে ত্রাণ শিবিরে থাকা মানুষজনকে সাহায্য করছে। কোথাও আবার রক্তদান করছেন পুলিশকর্মীরাই। উল্লেখ্য, মরক্কোর এই ভয়াবহ বিপর্যয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে প্রায় সকল রাষ্ট্র। আর্থিক সাহায্য থেকে উদ্ধারকার্যে প্রযুক্তিগত সাহায্যে এগিয়ে এসেছে তারা। শোকপ্রকাশ করেছেন তাবড় রাষ্ট্রনেতারা। শোকপ্রকাশের জন্য শনিবার প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। অন্ধকারে ঢেকেছিল গোটা আইফেল টাওয়ার। শুধু শোকপ্রকাশ নয়, প্যারিস প্রায় ৫ লক্ষ ইউরো আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছে। এমনকী, মরক্কোর 'শত্রু' প্রতিবেশী আলজিরিয়া। দুবছর আগে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমের ছোট্ট রাষ্ট্র মরক্কোর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল তারা। কিন্তু এমন দুর্দিনে তারাও এগিয়ে এসে মরক্কোর পাশে দাঁড়িয়েছে বলে খবর। সেখান থেকে ত্রাণসামগ্রী এসেছে। শুক্রবার জি-২০ সম্মেলন থেকে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।

শিলিগুড়ির নতুন কমিশনার হচ্ছেন সি সুধাকর

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী স্পেনের উদ্দেশ্যে ১২ দিনের সফরে রওয়ানা হয়েছেন। তারই মধ্যে একঝাঁক জেলাশাসক পদে রদবদলের নির্দেশিকা জারি হয়েছে। যার মধ্যে উত্তরবঙ্গের ৬ জেলার জেলাশাসকরা রয়েছেন। এসপি-আইজি-ডিআইজি পদেও একাধিক রদবদল হয়েছে উত্তরবঙ্গে। বদলি করে দেওয়া হল শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার অখিলেশ কুমার চতুর্বেদিকে। নতুন কমিশনার হয়েছেন জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি পদে থাকা সি সুধাকর। অখিলেশ চতুর্বেদিকে জলপাইগুড়ি রেঞ্জের আইজিপি পদে বদলি করা হয়েছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার পদেও রদবদল হয়েছে।

বদলি হয়েছেন পুলিশ সুপার সুমিত কুমার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ। কোচবিহারের পুলিশ সুপার হয়ে আসছেন দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। তিনি এতদিন হাওড়া (হেড কোয়ার্টার)-র ডিসি পদে ছিলেন। সুমিত কুমার বারাসাত রেঞ্জের ডিআইজি পদে বদলি হলেন। কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বদলি হয়ে রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হলেন। তাঁর জায়গায় আসছেন রাঘব এস। তিনি এতদিন হাওড়া সেন্ট্রালের এডিশনাল ডিসির পদে ছিলেন। বদল হয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপার রাহুল দে। তাঁর জায়গায় দক্ষিণ দিনাজপুরের নতুন পুলিশ সুপার হয়েছেন চিন্ময় মিত্তল। তিনি পুরুলিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে ছিলেন। একইসঙ্গে বদল হয়েছেন মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত ভার্মা এবং মালদার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউ।

বিজেপি অফিসে তালাবন্দি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, উদ্ধারে বিশাল পুলিশবাহিনী

বাঁকুড়া, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : অনেকদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র দলীয় কোঁদলে মানুষ বিরক্ত। মঙ্গলবার তা লজ্জাকরভাবে প্রকাশ্যে এল। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারকে তালাবন্ধ করে রাখলেন নিজের দলের কর্মীরা।

বাঁকুড়ায় বিজেপি পার্টি অফিসের ভিতরে একটি ঘরে তাঁকে ঢুকিয়ে তালা মেরে দেন তাঁরা। সুভাষবাবুর নাম করে 'হায়-হায়' স্লোগানও দেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। প্রায় দু'ঘণ্টা তালাবন্দি হয়ে থাকার পর বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে।

মঙ্গলবার সকালে নিজের দলের সমর্থকদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুভাষবাবু। মঙ্গলবার বাঁকুড়ার বিজেপি পার্টি অফিসে সুভাষ ঢুকতেই তাঁকে ঘিরে ধরেন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা। দেওয়া হয় স্লোগান। এর পর সুভাষবাবুকে পার্টি অফিসেরই একটি ঘরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দেন সমর্থকেরা।

তার পর বন্ধ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চলতে থাকে স্লোগান। ঘটনার খবর পেয়ে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। কিছুক্ষণ তালাবন্দি থাকার পর পুলিশ সুভাষবাবুকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

বিক্ষোভরত কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে সুভাষবাবুর নিরাপত্তারক্ষীদেরও রীতিমতো ধস্তাধস্তি বেধে যায়। খবর পেয়ে পার্টি অফিসে ছুটে আসেন বাঁকুড়ায় বিজেপির জেলা সভাপতিও। তাঁকে ঘিরেও স্লোগান দিতে থাকেন কর্মীরা।

বিজেপির নেতাদের একাংশের অভিযোগ, সুভাষবাবু তাঁর পেটোয়াদের দিয়ে দল চালাচ্ছেন। যার ফলে এত দিন ধরে গড়ে তোলা সংগঠন ধরে রাখা যাচ্ছে না। দলে যোগ্যদের সম্মান নেই বলেও অভিযোগ তাঁদের।

বিক্ষোভরত কর্মীদের দাবি, তাঁরা দলের খারাপ সময় তৃণমূল এবং সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে সংগঠন তৈরি করেছেন। যার সুফল পাওয়া গিয়েছিল গত লোকসভার ভোটে। কিন্তু সুভাষবাবু নিজের লোকেদের দিয়ে সংগঠন দখল করিয়েছেন। বার বার আপত্তি জানিয়েও কাজ হয়নি। ঘনিষ্ঠদের দিয়ে দল করায়ত্ত করার অভিযোগ সম্পর্কে অবশ্য সুভাষবাবুর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

সুভাষবাবুর প্রতিক্রিয়া পাওয়া না গেলেও জেলা সভাপতির দাবি, যাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা কেউই বিজেপির সদস্য নন। তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। যদিও প্রশ্ন উঠছে, বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বহিষ্কৃত সদস্যেরা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন কী করে? তখন দলের বাকি সদস্যেরাই বা কী করছিলেন!

আদালতে মানিকের আর্জি খারিজ, পিছিয়ে গেল জামিনের শুনানিও

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : নিয়োগ মামলায় কিছুকাল আগেই তাঁর স্ত্রীকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। যিনি সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই একই বিচারপতির এজলাসে নিজের এবং পুত্রের জামিনের আবেদন করেছিলেন বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য। কিন্তু তাঁর মামলাটি শুরুতেই ধাক্কা খেল।

মঙ্গলবার বিচারপতি জানিয়ে দিলেন, নিয়োগ মামলায় অভিযুক্ত পিতা-পুত্রের জামিনের আবেদন এদিন শুনবে না আদালত। শুধু তা-ই নয় জামিনের শুনানিতে মানিকবাবু উপস্থিতও থাকতে পারবেন না সশরীরে।

বিচারপতি ঘোষ গত অগস্টে মানিক-জায়া শতরূপা ভট্টাচার্যকে নিয়োগ মামলায় জামিনে মুক্তি দিয়েছেন। সেটাই ছিল নিয়োগ মামলায় হওয়া প্রথম জামিন। তার পর থেকেই বিচারপতির এজলাসে একের পর এক জামিনের আবেদন জমা দিতে শুরু করেছেন নিয়োগ মামলায় অভিযুক্তরা।

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি মানিক এবং তাঁর পুত্র সৌভিক ভট্টাচার্যও জামিনের আবেদন করেছিলেন বিচারপতি ঘোষের এজলাসে। কিন্তু তাঁদের জামিন পাওয়ার আশা আপাতত অপেক্ষায়। কারণ, বিচারপতি ঘোষ জানিয়েছেন, পিতা-পুত্র মানিকবাবু এবং সৌভিকের জামিনের আবেদন তিনি শুনবেন এ মাসের শেষে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মানিক এবং সৌভিকের মামলার শুনানির দিন পিছিয়ে দিয়েছেন তিনি।

নিয়োগ মামলায় অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিকবাবুর জামিনের আবেদনের প্রথম শুনানি ছিল মঙ্গলবার। হাই কোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে জামিন চেয়ে আবেদন করেন তিনি।

নিয়োগ মামলায় অভিযুক্ত মানিক-পুত্রের জামিনের শুনানি অবশ্য এই নিয়ে দ্বিতীয় বার পিছিয়ে গেল হাই কোর্টে। অন্য দিকে, মানিকবাবুর জামিন মামলাটি মঙ্গলবার শুনানির জন্য উঠতেই সেই আবেদনের বিরোধিতা করেন ইডির আইনজীবী।

তিনি আদালতকে জানান, তদন্তে আরও অনেক তথ্য প্রমাণ হাতে আসছে ইডির। মানিকবাবুদের মুক্তি দিলে তদন্তে প্রভাব পড়বে। তাঁর মামলার শুনানি তাই আপাতত পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন ইডির আইনজীবী। এর পরেই বিচারপতি ঘোষ মানিকবাবুর জামিনের আবেদন পিছিয়ে দেন।

চাইবাসায় আইইডি বিস্ফোরণে গুরুতর আহত ট্রাক্টর চালক ও খালাসি

পশ্চিম সিংভূম, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ঝাড়খন্ডের গোইলকেরা থানা এলাকায় অবস্থিত কুইদা গ্রামের কাছে নকশালদের লাগানো আইইডি বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি ট্রাক্টর। ট্রাক্টরটি হাতিবুরু সিআরপিএফ ক্যাম্পের জন্য সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছিল। এই ঘটনায় ট্রাক্টরের চালক ও খালিস গুরুতর আহত হয়েছেন।

জানা গেছে, সিআরপিএফ জওয়ানদের জন্য সামগ্রী নিয়ে হাতিবুরু ক্যাম্পে যাওয়ার সময় একটি ট্রাক্টরের চাকা আইইডির উপর দিয়ে চলে যায়, যার ফলে বিস্ফোরণ ঘটে। এই ঘটনায় ট্রাক্টর চালক বাবলু বোদ্রা ও খালাসি গুরুতর আহত হয়েছেন। সোনুভা পুলিশ এবং সিআরপিএফ-এর সহায়তায় দুজনকেই সোনুভা কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে আসা হয়, সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর দুজনকেই চক্রধরপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষর বদলিতে অশান্তি

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রিন্সিপালের বদলি ঘিরে মঙ্গলবার ব্যাপক হট্টগোল হল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে। সন্দীপ ঘোষের বদলি আটকাতে এদিন সকাল থেকেই হাসপাতাল চত্বরে প্রিন্সিপাল অনুগামীদের স্লোগান 'যেতে নাহি দিব' শুরু হয়। সোমবার সন্ধ্যায়ই তাঁর বদলির নির্দেশিকা জারি করে স্বাস্থ্যভবন। তারপর থেকেই কলেজ চত্বরে চলছে হট্টগোল।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষকে বদলি করা হয়েছে বারাসত মেডিকাল কলেজে। অর্থোপেডিক অর্থাৎ অস্থি বিভাগের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হয়েছে। আবার বারাসত মেডিক্যাল কলেজের এক অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আরজি করে আনা হচ্ছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। সূত্রের দাবি, নবান্নের নির্দেশই এই বদলির নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

রাজ্যের পুলিশ মহলে বড় বদল, জেলায় জেলায় আলোচনা

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশ সফরে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ বাদেই কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পুলিশ বিভাগে ৩১টি উচ্চপদে রদবদলের কথা ঘোষণা করা হল। এদিন মোট ১২ জন জেলাশাসককে রদবদল করার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। পাশাপশি, একাধিক জেলার পুলিশ সুপার, ডিআইজি এবং কলকাতা পুলিশের উচ্চপদেও রদবদল করা হল।

মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার হলেন সূর্য্যপ্রতাপ যাদব। তিনি কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্রাফিক পদে ছিলেন। কোচবিহার জেলার পুলিশ সুপার হলেন দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার হলেন আনন্দ রায়। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার হলেন আনন্দ নাথ কে।

হুগলি জেলার পুলিশ সুপার হলেন কামনাশিস সেন। তিনি পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার পদে আনা হল হুগলির পুলিশ সুপার আমনদীপকে।

রানাঘাট পুলিশ সুপার হলেন কুমার সানি রাজ।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার হলেন সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার হলেন চিন্ময় মিত্তল। বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার হলেন পলাশচন্দ্র ঢালি, তিনি ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অ্যাডিশনাল এসপি ছিলেন।

রাজ্য পুলিশ, হেড কোয়ার্টার ডিআইজি পদে এলেন রশিদ মুনির খান, তিনি মুর্শিদাবাদের ডিআইজি ছিলেন। মুর্শিদাবাদের ডিআইজি হলেন মুকেশ। বারাসত রেঞ্জের ডিআইজি হলেন সুমিত কুমার। এসএস আইবি হলেন সুরিন্দর সিং। কলকাতা পুলিশের ডিসি ইবি হলেন রাহুল দে। ডিসি ট্রাফিক হলেন ইয়েল ওয়াদ শ্রীকান্ত জগন্নাথরো। ডিসি ডিডি স্পেশাল ভিডিত রাজ বুন্দেশ। ডিসিপি ট্রাফিক হলেন ভিজি সতীশ পসুমার্থী। হাওড়া পুলিশ জেলার ডিসি সেন্ট্রাল হলেন অলকানন্দা ভোয়াল। বিধাননগর পুলিশের ডিসি হলেন মানব সিং। কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্র্যাঞ্চ এর ডিসি হলেন রাহুল দে।

প্রশাসনিক শীর্ষপদেও রদবদল পরিবর্তন করে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার সকালে সপারিষদ স্পেনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই দিনেই রাজ্য প্রশাসনে বড়সড় ঝাঁকুনি।

কিছু জেলার শীর্ষ আমলা থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনেও বড়সড় পরিবর্তন ঘটানো হল। এই তালিকা প্রকাশের পর প্রশাসনিক মহলে আলোচনা, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আধিকারিকদের উন্নীত করে পুরস্কৃত করা হয়েছে। কাউকে আবার কম গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি করা হয়েছে। যদিও সরকারের তরফে দাবি করা হয়েছে এই সব বদলি রুটিনমাফিক।

এই রদবদলে একাধিক জেলার জেলাশাসক বদল করা হয়েছে। বদল করা হয়েছে মোট ২২ জন শীর্ষ আমলাকে। জলপাইগুড়ির জেলাশাসকের দায়িত্ব থেকে মৌমিতা গোদারা বসুকে স্বাস্থ্যসচিব করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর শুরু থেকেই মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে রেখেছেন। তাই এই বদলিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এই তালিকায় পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক প্রিয়ঙ্কা সিংলাকে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের বিশেষ সচিব করা হয়েছে।

নদিয়ার জেলাশাসকের দায়িত্বে থাকা শশাঙ্ক শেঠিকে করা হয়েছে পর্যটন দফতরের বিশেষ সচিব। আবার কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ানকে অর্থ দফতরের বিশেষ সচিব করা হয়েছে। বাঁকুড়ার জেলাশাসক রাখিয়া আইয়ারকে কেপিআইটি নির্দেশক করা হয়েছে। স্ট্যাম্প বিভাগের রেজিস্ট্রেশন এবং কমিশনার হয়েছেন হরিশঙ্কর পনিকর। সুরেশকুমার জগৎ হয়েছে বন দফতরের যুগ্মসচিব।

পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদকে পাঠানো হয়েছে নদিয়া জেলার জেলাশাসকের দায়িত্বে। এই জেলার জেলাশাসক ছিলেন শাশঙ্ক শেঠি। অরুণকে নদিয়া জেলার দায়িত্বে পাঠিয়ে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসকের দায়িত্বে আনা হয়েছে পোন্নামবালম এস-কে। তিনি ছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক ও জিটিএ-র দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক। তাঁর জায়গা দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক হয়েছেন প্রীতি গয়ালকে। তিনি আবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকের দায়িত্বে ছিলেন। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক প্রিয়ঙ্কা সিংলার বদলে জেলাশাসকের দায়িত্ব পেয়েছেন পূর্ণেন্দুকুমার মাজি।

মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরের সমালোচনায় শুভেন্দু

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশ সফরের সমালোচনা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার শুভেন্দুবাবু 'এক্স'-এ লিখেছেন, "ভাইপো ও দুবাই যায়, পিসিমণি ও দুবাই যান! কে জানে! কি মধু রয়েছে দুবাইয়ে? যাই হোক ১১ দিনের জন্য বিদেশ সফরে যাচ্ছেন। খুব ভালো কথা, আগামী ১১ দিন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আপনার আবোল তাবোল কথা বার্তা থেকে একটু বিশ্রাম পাবে।তবে করদাতাদের টাকায় ১১ দিন দুবাই-মাদ্রিদ ইত্যাদি শুধু বেড়িয়ে আসলে চলবে না। আপনার ভ্রমণ বিলাস থেকে যদি পশ্চিমবঙ্গের জন্য গঠনমূলক কিছু উৎপন্ন না হয়, তবে বিধানসভায় কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নেবো, ঠিক যেমন "পশ্চিমবঙ্গ দিবস" আলোচনার দিন বুঝে নিয়েছিলাম।" প্রসঙ্গত, এদিন সকালে একদল পারিষদকে নিয়ে দুবাই ও মাদ্রিদ সফরে যান মুখ্যমন্ত্রী। বিদেশযাত্রায় তিনঘণ্টা দেরি হয়ে যায় । মঙ্গলবার সকালে কলকাতা থেকে দুবাই যাওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর।

শিয়ালদহে রেলে গোলযোগ, বিঘ্নিত পরিষেবা

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি স)। মঙ্গলবার সকাল শিয়ালদহে রেলে গোলযোগ দেখা দেয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে হাজিরা দিতে পারলেন না লোকো পাইলটেরা (ট্রেনচালক)। ফলে প্রায় ৪৩ মিনিট ধরে শিয়ালদহ উত্তর এবং দক্ষিণ শাখায় বিঘ্নিত হয় ট্রেন পরিষেবা। বেশ কিছু ট্রেন দেরিতে চলায় অফিস টাইমে ভোগান্তির মুখে পড়তে হল নিত্যযাত্রীদের। এদিন সকালে শিয়ালদহ স্টেশনে রেলের 'ক্রু ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (সিএমএস)-এ 'লিঙ্ক ফেলইওর' হওয়ায় হাজিরা দিতে পারেননি ট্রেনের চালকেরা। সকাল ৯টা ৫৫ মিনিট থেকে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট পর্যন্ত 'লিঙ্ক ফেলইওর' ছিল। ফলে চালকেরা কাজে যোগ দিতে পারেননি। এই কারণে ওই সময় শিয়ালদহ উত্তর এবং দক্ষিণ শাখায় বেশ কয়েকটি ট্রেন দেরিতে চলে।

কাজে যোগ দেওয়ার আগে সিএমএসের মাধ্যমে হাজিরা দিতে হয় চালকদের। ভারতীয় রেলের একটি 'আইটি অ্যাপ্লিকেশন' এটি। অফিসে কর্মীদের হাজিরা দেওয়ার জন্য যেমন বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা রয়েছে, রেলের সিএমএস খানিকটা তেমনই। সিএমএসের মাধ্যমেই প্রতি দিন হাজিরা দেন চালকেরা। সেখানে ব্রেথ এনালাইজারও থাকে।

রাঁচিতে দুদিন ধরে নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধার

রাঁচি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার ঝাড়খন্ডের মেসরা ওপি এলাকার কেদাল পঞ্চায়েত এলাকায় কুঁয়ো থেকে উদ্ধার নিখোঁজ যুবকের দেহ। ওই যুবকের নাম দীপক কুমার মাহাতো। তিনি কেদাল পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। গত চারদিন ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

ইনচার্জ সুমিত জানান, দুই দিন আগে পরিবারের লোকজন যুবকের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ করেছিল। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রিমসে পাঠিয়েছে।

শিলিগুড়ির বারে প্রথম দেখা, নেপালি মহিলাকে খুনের দারে ধৃত সেনাকর্তা

দেহরাদুন, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে শিলিগুড়ির একটি বারে গিয়ে সাক্ষাৎ হয়েছিল দু'জনের। তার পর ধীরে ধীরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই প্রেমিকাকে খুনের অভিযোগ উঠল ভারতীয় সেনার এক লেফটেন্যান্ট কর্নেলের বিরুদ্ধে।

সূত্রের খবর, অভিযুক্তের নাম রমেন্দু উপাধ্যায়। বর্তমানে তিনি উত্তরাখণ্ডের দেহরাদুনে কর্মরত। নিহত মহিলার নাম শ্রেয়া শর্মা (৩০)। সোমবার দেহরাদুনের সিরওয়াল গঢ় থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মহিলা খুন হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই, মঙ্গলবার অভিযুক্ত সেনাকর্তাকে প্রেম নগরের পণ্ডিতওয়ারিতে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সোমবার রাতে মহিলার দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। রাস্তার ধারে পড়ে ছিল শ্রেয়ার দেহ। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, লং ড্রাইভে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে শ্রেয়াকে সিরওয়াল গঢ়ের একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে আসেন সেনাকর্তা। তার পর তাঁর মাথায় হাতুড়ি মেরে খুন করেন।

অভিযুক্তকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, শিলিগুড়িতে কর্মরত থাকার সময় একটি বারে নিয়মিত যেতেন সেনাকর্তা রমেন্দু। সেখানেই শ্রেয়ার সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর। শ্রেয়া আদতে নেপালের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে তিনি শিলিগুড়িতে থাকতেন।

সেনাকর্তা বিবাহিত। কিন্তু শ্রেয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিন বছর ধরে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। এর পর সেনাকর্তা দেহরাদুনে বদলি হয়ে যান। তখন শ্রেয়াকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান। সেখানে একটি ফ্ল্যাটে রেখেছিলেন শ্রেয়াকে। সেই ফ্ল্যাটের ভাড়া দিতেন সেনাকর্তা। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, সেনাকর্তাকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন শ্রেয়া। শনিবার দেহরাদুনের রাজপুর রোডের একটি নাইট ক্লাবে গিয়েছিলেন দু'জনে। সেখান থেকে তাঁরা লং ড্রাইভে যান। শহরের বাইরে শ্রেয়াকে নিয়ে যান সেনাকর্তা। রাত দেড়টা নাগাদ সিরওয়াল গঢ়ে নিয়ে গিয়ে শ্রেয়ার মাথায় হাতুড়ি মেরে খুন করেন। তার পর তাঁর দেহ ফেলে রেখে চলে যান।

দুর্নীতি মামলায় শর্তসাপেক্ষে আরও তিনসপ্তাহ বাড়াল সৌমেন্দুর রক্ষাকবচ

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিজেপি নেতা সৌমেন্দু অধিকারী-সহ বাকিদের রক্ষাকবচের মেয়াদ ৩ সপ্তাহের জন্য বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। কাঁথি পৌরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন সৌমেন্দু এবং তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্য সরকার মোট ৯টি মামলা দায়ের করেছিল। সেই মামলাগুলির প্রেক্ষিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে। এই আশংকায় গত ১৩ জুন সৌমেন্দু এবং অন্যান্যরা কলকাতা হাইকোর্টে রক্ষাকবচ চেয়ে মামলা করেন। এ দিন সেই মামলার ফের শুনানিতে আরও তিন সপ্তাহের জন্য শর্তসাপেক্ষে রক্ষাকবচ দিয়েছে আদালত।

মঙ্গলবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ানোর সময় নির্দেশে বলেন, "এই তিন সপ্তাহের মধ্যে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ সকলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে পারবে। তবে, দু'দিন ও ২ ঘণ্টার বেশি একজনকে তলব করা যাবে না।" এ দিন আদালতে সৌমেন্দু অধিকারী আলাদাভাবে নিজের জন্য অতিরিক্ত সুরক্ষার আবেদন করেন। কিন্তু, তা খারিজ করে দেন বিচারপতি।

গত ১৩ জুন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সৌমেন্দু অধিকারী-সহ আরও অনেকে । তাঁদের আবেদন বলা হয়, "রাজ্য তাঁদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগে একাধিক এফয়াইয়ার করে রেখেছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে ফের নতুন করে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে পারে।" আর এই মামলাগুলি তাঁদের তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরেই হয়েছে বলে উল্লেখ করেছিলেন সৌমেন্দু এবং বাকিরা।

গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ, খতিয়ে দেখতে বালিগঞ্জে রাজ্যপাল

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে সি ভি আনন্দ বোসকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে। তা নিয়ে একাধিক বিতর্ক হয়েছে। রাজভবন-নবান্নের মধ্যে জটিলতাও তৈরি হয়েছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে মঙ্গলবার সকালবেলা বালিগঞ্জের ১২ নম্বর রোনাল্ড রোডে গাছ কাটার অভিযোগ পেয়ে একেবারে সরজমিনে তা খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বোস। সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। জানা গিয়েছে, ওই এলাকার দীর্ঘদিনের একটি পুরনো গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। সম্ভবত, প্রমোটিং হচ্ছে সেখানে। অনুমান করা হচ্ছে সেই কারণেই গাছ কাটা হয়েছে।

এবার শিক্ষাদফতর ছাড়াও পরিবেশ নিয়ে রাজ্যপালকে মাথা ঘামাতে দেখা গেল। গা

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

খুসখুসে কাশি থেকে বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় আওয়াজ, সবের দাওয়াই গরম জলের ভাপ

বৃষ্টিতে ভেজা জামা গায়ে শুকোতে না শুকোতেই বাসে উঠে আবার ঘেমে যাচ্ছেন। ফলে যা হওয়ার, তা-ই হচ্ছে। সারা ক্ষণ গলায় কী যেন জড়াচ্ছে! খুসখুসে কাশি হচ্ছে। কথা বলতে গেলেই গলা সুড়সুড় করছে। শুলেই নাকের একপাশ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার উপর যদি রাস্তার ধুলোবালি লাগে, তা হলে তো আর কথাই নেই। প্রথম দিকে কয়েক দিন কাশির ওষুধ খেয়েছেন।

কিন্তু সেই ওষুধের চোটে এমন ঘুম পাচ্ছে যে, কাজে যেতেও দেরি হয়ে যাচ্ছে। তবে চিকিৎসকেরা বলছেন, সমস্যা যদি খুব গুরুতর না হয়, সে ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই ওষুধের উপর নির্ভর না করে গরম জলের বাষ্প নিয়ে দেখা যেতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রেই তা ফল দেয়। শ্বাসযন্ত্র সামগ্রিক ভাবে ভাল রাখতে বেশ কার্যকরী এই টোটকা।

১) বুকে জমা কফ দূর করে

ঘামে ভেজা জামা পরে বা বৃষ্টিতে ভিজে যদি বুকে কফ জমে, তা সহজেই দূর করা যায় গরম জলের বাষ্প নিয়ে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে গরম জলের বাষ্প শ্বাসনালি দিয়ে প্রবেশ করা মাত্রই শ্লেষ্মা পাতলা হতে শুরু করে। ফলে বুকে চাপ কম অনুভূত হয়। বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় আওয়াজও কমে।

২) সাইনাসে আরাম দেয় কপালের মাঝে মাইনাস গ্রন্থিতে সর্দি জমলে তা-ও সহজে বাইরে বার করে আনতে পারে গরম বাষ্প। মাথা ভার লাগা, মাথার এক পাশে যন্ত্রণা হওয়া বা সাইনাস টিস্যুর প্রদাহজনিত সমস্যায় আরাম দেয় গরম জলের বাষ্প। এ ছাড়া বন্ধ নাক খুলতেও সাহায্য করে।

৩) গলাব্যথা কমায়

ঠান্ডা লেগে অনেকেরই গলায় ঘা হয়। কিছু খেতে গেলে অস্বস্তি হয়। ঘুম থেকে ওঠার পরেই গলায় কাঁটার মতো কিছু বেঁধে। এই সমস্যা থেকেও আরাম দিতে পারে গরম জলের বাষ্প।

পুজোর আগে ত্বকের জেল্লা ফেরাতে চাইলে এসির থেকে দূরে থাকতে হবে

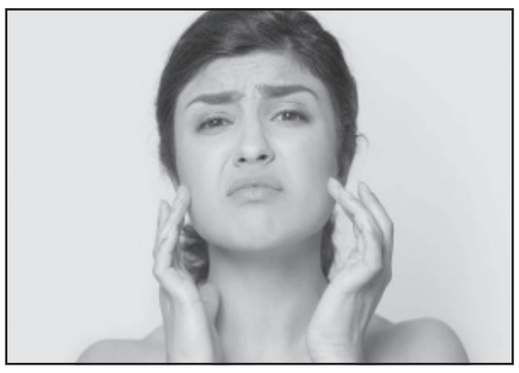

এক-দু'দিন অন্তর বৃষ্টি হলেও গরম কিন্তু কমেনি। রাতে ঘুমোনোর সময়ে এসি চালাতেই হচ্ছে। আবার ধরুন, অফিসে গিয়ে যে ঘরে বসছেন, তা-ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। বৃষ্টির মধ্যে অ্যাপক্যাবের কাচ খুলেও যেতে পারছেন না। বেশি ক্ষণ কাচ বন্ধ রাখলেও কষ্ট হয়। এক রকম বাধ্য হয়েই এসি চালিয়ে দেন গাড়ির চালক। তবে বেশি ক্ষণ এসির মধ্যে থাকার ফলে ত্বক কিন্তু অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়ে। পুজোর আগে ত্বকের যদি এমন অবস্থা হয়, সে ক্ষেত্রে কোনও উপায়েই ত্বকের জেল্লা ধরে রাখা যাবে না। তা ছাড়া যাঁদের ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক, তাঁদের বিপদ বেশি। কারণ, এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রটির শরীর থেকে জল শুষে নেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। যা তৈলাক্ত ত্বক থেকেও সেবাম শুষে নিয়ে তা শুষ্ক করে তুলতে পারে। তাই ত্বকের যত্নে বাইরে থেকে চর্চা করার পাশাপাশি কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

১) আর্দতা বজায় রাখতে হবে

এসি চললে শুধু ত্বকের আর্দতা হারিয়ে যায় না, যে ঘরে এসি চলছে সেখানকার বাতাস ময়েশ্চারাইজার শুষে নেয়। তাই এসির মধ্যে থাকলে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণ জল খেতে বলেন চিকিতকেরা। এ ছাড়া, ঘরের আর্দতা বজায় রাখতে গেলে "হিউমিডিফায়ার" নামক যন্ত্রও ব্যবহার করেন অনেকে।

২) ময়েশ্চারাইজার মাখতে হবে

গরমকালে ঘাম বেশি হচ্ছে বলে মুখে ময়েশ্চারাইজার মাখা বন্ধ করবেন না। আপাত ভাবে ত্বকের আর্দতা ধরে রাখতে সাহায্য করে ময়েশ্চারাইজার। তবে এখন বাজারে বিভিন্ন ধরনের ময়েশ্চারাইজার পাওয়া যায়। ত্বকের ধরন বুঝে ভাল মানের একটি ক্রিম কিনে মুখ, হাত, গলা, ঘাড় এবং কনুইয়ের মতো অংশে মেখে নিতে হবে।

৩) মুখ পরিষ্কার করতে হবে, তবে বুঝেশুনে

অনেকেই মুখ পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে ডবল ক্লিনজিং পদ্ধতি বেছে নেন। মুখ ভাল করে পরিষ্কার হলেও ত্বকের প্রাকৃতিক তেল বা সেবামের পরিমাণ কমতে থাকে। তাই যথাসম্ভব মৃদু, রাসায়নিক পদার্থহীন ফেসওয়াশ ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। সপ্তাহে এক বার এক্সফোলিয়েট করাই যথেষ্ট। তবে স্পর্শকাতর ত্বকের ক্ষেত্রে তা-ও করতে হবে বুঝেশুনে।

ময়দার তৈরি বলে পাস্তা ছুঁয়েও দেখেন না? কী ভাবে বানালে প্রতিদিন খেয়েও সুস্থ থাকা সম্ভব?

নিজের অথবা বাচ্চার স্কুলের টিফিন সকালে উঠে চটজলদি কিছু একটা বানিয়ে ফেলার কথা ভাবলে প্রথমেই মাথায় আসে পাস্তার কথা। অল্প সময়েই পাস্তা বানিয়ে নেওয়া যায়। খেতেও মন্দ লাগে না। টিফিনে পাস্তা দিলে বাচ্চারা চেটেপুটে খায় তো বটেই, প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝে টিফিনবাক্স খুলে যদি পাস্তার দেখা পাওয়া যায়, তা হলে বড়দের মুখেও চওড়া হাসি।

তা ছাড়া পাস্তা রান্নার ঝক্কিও নেই একেবারেই। দৈনন্দিন জীবন পাস্তা খানিকটা সহজ করে দিলেও ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয় থেকেই যায়। পাস্তা তৈরি হয় ময়দা দিয়ে। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে ময়দার তৈরি পাস্তা এড়িয়ে চলেন অনেকেই। কিন্তু ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে পাস্তার স্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবেন, তা তো হতে পারে না! বরং পাস্তা যদি কয়েকটি কৌশলে বানাতে পারেন, তা হলে প্রতিদিন খেয়েও ওজন বশে রাখতে পারেন।

১) গাজর, বিন্স, ক্যাপসিকাম, বেল পেপার এই ধরনের সব্জি দিয়ে পাস্তা বানাতে পারেন। পাস্তা ময়দার হলেও সব্জি দিয়ে বানালে এর সমস্ত দোষগুণ কেটে যাবে। আবার খেতেও ভাল লাগবে। পাস্তায় থাকা কার্বোহাইড্রেটের প্রভাব সরাসরি শরীরের উপর পড়বে না। সেই সঙ্গে শরীরে ফাইবারের পরিমাণও বেড়ে যাবে।

২) পাস্তা সুস্বাদু করে তুলতে অনেকেই নানা ধরনের সসব্যবহার করে থাকেন। টোম্যাটো কিংবা সয়া সসছাড়াও কেউ কেউ পিঙ্ক সস দেন পাস্তায়। এই সসে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি। ফলে গ্যাস-অম্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ওজন বেড়ে যাওয়ার নেপথ্যে গ্যাস-অম্বলও রয়েছে। অনেকেই পাস্তায় চিজ, মেয়োনিজও দেন। দুগ্ধজাত এই ধরনের খাবারের সঙ্গে পিঙ্ক সসমেশালে পেটের গোলমাল হতে পারে। তাই পিঙ্ক সসএড়িয়ে চলুন।

৩) বেশি তেল দিয়ে কখনও পাস্তা রাঁধবেন না। যদি তেল দিতেই হয়, অলিভ অয়েল দিন। অলিভ অয়েল যদি কয়েক ফোঁটা বেশি পড়ে গিয়েও থাকে, তা হলেও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। অলিভ অয়েল ছাড়া অন্য কোনও তেল দিয়ে পাস্তা তৈরি না করাই ভাল। এতে স্বাদ খুব মুখরোচক না হলেও শরীর যত্নে থাকবে। ওজনও থাকবে নিয়ন্ত্রণে।

নতুন পোশাকে সুগন্ধির দাগ

সুগন্ধি না মাখলে সাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। উতবের মরসুমে কেবল পোশাকই নয়, তার সঙ্গে পছন্দের সুগন্ধিরও খোঁজ শুরু হয়ে যায় পুরোদমে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সুগন্ধির প্রতি আসক্তি অনেকেরই রয়েছে। এমনিতে শরীরে ঘামের দুর্গন্ধ আটকাতে সুগন্ধির বিকল্প নেই। তবে ভুল পদ্ধতিতে ব্যবহারের জন্য অনেক সময় দামি পোশাক সুগন্ধির দাগ থেকে যায়। ঘামে ভেজা পোশাক বাড়িতে এসে শুকোলেই সাদা সাদা দাগ দেখা যায় সুগন্ধি স্প্রে করা জায়গায়। তবে কয়েকটি কৌশল মেনে চললেই এমন সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে সহজে।

বেকিং সোডা

কেক বানাতে হোক বা ঘরোয়া কোনও সমস্যায়, বেকিং সোডা যে কোনও সমস্যায় কাজে আসে। এমনকি পোশাক থেকে পারফিউমের দাগ দূর করতেও এর জুড়ি মেলা ভার। আধ কাপ জলে সামান্য পরিমাণ বেকিং সোডা মিশিয়ে নিন। তার পর একটি ব্রাশ মিশ্রণে ডুবিয়ে পোশাকের দাগ পড়ে যাওয়া অংশে ভাল করে ঘষে কেচে নিন। দেখবেন, কাপড়ের দাগ উঠে গিয়েছে।

পাতিলেবু, ভিনিগার ও নুন পোশাক থেকে সুগন্ধির দাগ উঠতে না চাইলে চিন্তার কোনও কারণ নেই। চেনা তিন ঘরোয়া উপকরণেই দাগ দূর হবে জামা থেকে। পাতিলেবুর রস, ভিনিগার এবং নুন এই তিনটি উপকরণ একসঙ্গে নিয়ে একটি মিশ্রণ বানিয়ে নিন। পোশাকের দাগ লাগা অংশে মিশ্রণটি মাখিয়ে ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিলেই দাগ চলে যাবে।

ভিনিগার পাতিলেবু যদি বাড়িতে নাও থাকে, তা হলেও অসুবিধা নেই। শুধু ভিনিগার থাকলেই মুশকিল আসান হতে পারে। ভিনিগারের সঙ্গে খানিকটা জল মিশিয়ে পাতলা মিশ্রণ তৈরি করে নিন। তার পর পোশাকের যে অংশে দাগ পড়েছে, সেখানে মিশ্রণটি মাখিয়ে রেখে দিন কিছু ক্ষণ। ঘণ্টাখানেক পরে ভাল করে ঘষে ঘষে কেচে নিলেই জামা থেকে দাগ দূর হবে।

জোয়ারের আটার তৈরি রুটি খেলে দাঁতে ব্যথা হয়?

স্বাস্থ্যের কথা ভেবে জোয়ারের আটা দিয়ে রুটি তৈরি করেন, কিন্তু খেতে গেলে দাঁত খুলে হাতে চলে আসার উপক্রম হয়। গমের আটার চেয়েও বেশি পরিমাণে ফাইবার থাকে এই জোয়ারের আটায়। ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, ফাইবার, ফসফরাসে সমৃদ্ধ জোয়ার ডায়াবিটিস রোগীদের জন্যেও উপকারী। গমের আটা খেলে যাঁদের অ্যালার্জি হয়, তাঁদের জোয়ারের আটা খেতে পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা।

সে সব সাত-পাঁচ ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু গরম অবস্থায় সেই রুটি খাওয়া গেলেও একটু পরেই তা খেতে গেলে কষ্ট হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জোয়ারের রুটি নরম রাখার টোটকা হল মণ্ড থেকে আর্দতা হারিয়ে যেতে না দেওয়া। রুটি নরম রাখতে হলে আটা মাখা থেকে রুটি করা প্রতিটি ধাপেই বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। জেনে নিন কী ভাবে মাখলে জোয়ারের রুটি হবে নরম।

জোয়ারের রুটি নরম করার পদ্ধতি

১) কড়াইতে এক কাপ জল ফুটতে দিন।

২) এর পর প্রয়োজন মতো জোয়ারের আটা দিয়ে দিন।

৩) গ্যাস বন্ধ করে সমানে নাড়তে থাকুন।

৪) একটু ঠান্ডা হলে হাত দিয়ে মেখে মণ্ড তৈরি করুন।

৫) অন্যান্য আটার ক্ষেত্রে যেমন মেখে অনেক ক্ষণ পর্যন্ত রেখে দেওয়া যায়, এ ক্ষেত্রে কিন্তু তা করা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে লেচি কেটে বেলে নিতে হবে। বেশি ক্ষণ রেখে দিলে মণ্ড থেকে জল শুকিয়ে যাবে। তা অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়বে। অনেকে তাই জোয়ারের মণ্ডের উপর ভিজে কাপড়ও জড়িয়ে রাখেন।

৬) জোয়ারের রুটি একটু মোটা করে বেলতে হয়। না হলে খেতে পাঁপড়ের মতো লাগবে।

৭) এ বার হালকা আঁচে চাটু গরম করে তার মধ্যে রুটি সেঁকে নিতে হবে। পরিবেশন করার আগে উপর থেকে একটু ঘি ছড়িয়ে নিলেই আর রুটি ছিঁড়তে অসুবিধা হবে না।

নীল আনারকলি, রুপোর গয়না

পরনে গোড়ালি ঝুল লম্বা হাতা নীল আনারকলি। সঙ্গে সাদা পালাজো। কাঁধের উপর আলতো করে ফেলে রাখা নীল ওড়না। চুল পনিটেল করে বাঁধা। হালকা মেক আপ। বৃহস্পতিবার রাতে এমন ছিমছাম সাজেই মুম্বই বিমানবন্দরে ধরা দিলেন দক্ষিণী অভিনেত্রী নয়নতারা। তবে নয়নতারা এখন আর শুধু দক্ষিণের বললে ভুল বলা হয়।

তিনি বলিপাড়ার নতুন সদস্য। "জওয়ান" ছবিতে শাহরুখ খানের বিপরীতে নয়নতারার অভিনয় মন কেড়েছে দর্শকের। বৃহস্পতিবার মুক্তি পেয়েছে জওয়ান। গোটা দেশে এক প্রকার আলোড়ন ফেলে দিয়েছে এই ছবি। সমাজমাধ্যমের পাতা থেকে অফিসের ক্যান্টিন শাহরুখ ভক্তদের উন্মাদনা আর উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে সবর্ত। প্রথম দিনেই ছবির ব্যবসা বলে দিচ্ছে, বক্স অফিসের সাফল্যের নিরিখে অনেক সিনেমাকেই দু"গোল দেবে জওয়ান। যে ছবি নিয়ে দেশজুড়ে চর্চা, ছবির মুক্তির দিনেই এমন ছিমছাম বেশে নায়িকাকে মুম্বই ছাড়তে দেখে অবাক হয়েছেন অনেকেই।

নায়িকা হলেও তিনি যে আদতে হালকা সাজগোজ পছন্দ করেন সেটা তাঁর ইনস্টাগ্রাম ঘাঁটলেই বোঝা যাবে। গুটিকয়েক ছবি রয়েছে সেখানে। বেশির ভাগ ছবিতেই হয় তাঁর পরনে রয়েছে ঘেরওয়ালা আনারকলি কিংবা শাড়ি। তবে সব ধরনের পোশাকেই সমান সাবলীল ৩৮-এর নয়নতারা। ছবির প্রচার ঝলক প্রকাশ্যে আসতেই আলাদা করে নজর কেড়েছিলেন তিনি। মালয়ালি ছবিতে তিনি পয়লা নম্বর হলেও নয়নতারাকে জওয়ানে নতুন করে আবিষ্কার করেছে দর্শক। শাহরুখকে নিয়ে উন্মাদনার পাশাপাশি নয়নতারার প্রশংসায় পঞ্চমুখ অনেকেই। দর্শকের ভাষায় শাহরুখের বিপরীতে একেবারে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন নয়নতারা।

শুটিং করেন, বুটিকও সামলান

বিজ্ঞাপনের শুটিং, পুজোর গানের রেকর্ডিং, হোর্ডিং শুট পুজোর আগে তারকাদের দম ফেলার সময় থাকে না। এ বছরও তার অন্যথা হচ্ছে না। তবে এ সবের পাশাপাশি টলিপাড়ার একাংশ ব্যস্ত নিজেদের ব্যবসা সামলাতে। টলিউডের চেনা মুখ অনেকেরই নিজস্ব বুটিক রয়েছে। কেউ অনলাইনে গোটাটা সামলান। কারও আবার দোকান আছে।

পুজোর আগে নিজেকে সাজাতে ব্যস্ত সকলেই। পুজোয় তারকাদের মতো সেজে উঠতে এক বার ঢুঁ দিতে পারেন তারকাদেরই দোকানে। কোন তারকার ঝুলিতে কী কী থাকছে?

লোপামুদ্রা মিত্র- সঙ্গীতশিল্পী লোপামুদ্রা মিত্রের বুটিকের নাম "প্রথা"। ঠিকানা লেক গার্ডেন্স। বছর দশেক আগে এই বুটিকের পথচলা শুরু হয়েছে। অনেকের আলমারিতে এই দোকানের শাড়ি আছে। সাবেকি শাড়িই মূলত পাওয়া যায় এখানে। সেগুলি তো রয়েছেই। সঙ্গে পুজো উপলক্ষে নতুন সংযোজন হ্যান্ডলুম। এ ছাড়াও লাম্বানি এমব্রয়ডারি করা তসর, রেশমের কাজ করা কিছু শাড়িও থাকছে। শাড়ির সঙ্গে মানানসই রুপো এবং তামার গয়নাও পেয়ে যাবেন। পুরুষদের জন্য আবার আছে ব্লক প্রিন্টের পাঞ্জাবি এবং শার্ট। এখানে ১৫০০ টাকার শাড়ি যেমন রয়েছে, তেমন ১০ হাজার টাকার শাড়িও আছে। দাম শুনে কি পিছিয়ে আসছেন অনেকে? গায়িকা বলেন, "সিল্ক, তসরের দামটা খানিক বেড়ে গিয়েছে, সেটা ঠিক। তবে হাতে তৈরি জিনিসের প্রতি ভালবাসা মানুষের আছে। তাই পুজোর সময়ে কষ্ট করে হলেও একটা দামি শাড়ি নিজের সংগ্রহে রাখেন অনেকে।" প্রথা থেকে অনলাইনে কেনাকাটা করারও সুযোগ রয়েছে।

সুদীপা চট্টোপাধ্যায় বন্ডেল রোডের "সুদীপা চ্যাটার্জি"স স্টোর"-এর কথা অনেকেই জানেন। রকমারি শাড়ির সম্ভার নিয়ে সুদীপা লাইভেও আসেন মাঝেমাঝে। পুজো উপলক্ষে বিশেষ কী কী থাকছে এই ঠিকানায়? বুটিকের কর্ণধার সুদীপা জানালেন, এ বছর পুজোর জন্য ধানের শিসের নকশা করা কটন তাঞ্চোই হ্যান্ডলুম থাকছে। যেটা একেবারেই নতুন। এ ছাড়াও থাকছে নতুনত্ব বাবুই জামদানি। এ শাড়ির সারা গায়ে বাবুই পাখির নকশা করা। সুদীপার দোকানের শৈলসুতা তসর এবং শৈলসুতা কটনের চাহিদা আছে। নতুনের পাশাপাশি সেগুলিও পাওয়া যাবে। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী শাড়ি এক ছাদের তলায় এনেছেন সুদীপা। আসল মাহেশ্বরী, চান্দেরি থেকে কটন গাদোয়াল, কিংখাপের নকশা করা মুগা থেকে এরি সিল্ক, কটন ইক্কত থেকে বাঁধনি সবই পেয়ে যাবেন এই ঠিকানায়। এখানে শাড়ির দাম শুরু হচ্ছে ৬৬০ টাকা থেকে। দু"লক্ষ টাকার শাড়িও আছে। সিল্কের দাম নিঃসন্দেহে বেশি। মুগা এবং এরির দাম শুরুই হচ্ছে ৩৫ হাজার টাকার উপর থেকে।

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

"রচনা"জ ক্রিয়েশন"- অনলাইন একটি সংস্থা। দিদি নম্বর ওয়ানের শুটিং সামলে পুরোটাই নিজেই দেখাশোনা করেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলাদা কোনও দোকান নেই। তাই লাইভের মাধ্যমে শাড়ি বিকিকিনির পর্বটি চলে। তাঞ্চোই বেনারসি থেকে হ্যান্ডলুম তসর, কাঞ্জিভরম, সিল্ক, টিস্যু সিল্ক এক ছাদের তলায় সবই রাখছেন অভিনেত্রী। রচনা বহু বার জানিয়েছেন, আকাশছোঁয়া দামের শাড়ি তিনি রাখেন না। সাধারণে যাতে কিনতে পারেন, তেমন দামের শাড়ি দিয়েই দোকান সাজিয়েছেন তিনি। শাড়ির দাম শুনে কেউ পিছিয়ে যান, এমনটি তিনি চান না।

ইন্দ্রানী দত্ত এক দিকে শুটিং, অন্য দিকে বুটিক। পুজোর আগে তাই বেজায় ব্যস্ত ইন্দ্রাণী দত্ত। তবে "ইন্দ্রাণী-সর্বাণী"- বুটিকের অনেকটা দায়িত্ব নিজেরে কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবং বুটিকের আর এক কর্ণধার দিদি সর্বাণী মালিক। তাই ইন্দ্রাণী দু'দিক সামলে নিতে পারছেন। বুটিকটি মূলত শাড়ির। সঙ্গে কিছু অন্য ধরনের পোশাকও আছে। শাড়ির মধ্যে রয়েছে তসর সিল্ক, মুর্শিদাবাদী সিল্ক, বিষ্ণুপুরী সিল্ক। এ ছাড়াও কাঞ্জিভরম, বেনারসি তো আছেই। দেড়-দু'হাজার টাকার শাড়ির পাশাপাশি বেশি দামের শাড়িও কিন্তু থাকছে। শাড়ি কিনতে এসে লেহঙ্গা, কুর্তিও নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন। এ ছাড়াও পুরুষদের জন্য শার্ট, পাঞ্জাবিও কিন্তু থাকছে এখানে। ইন্দ্রাণীর কথায়, "মহিলারা কিছু কিনতে এলেই স্বামী, ছেলে, বাবার জন্যও পোশাকের খোঁজ করেন। আর সে কারণেই সারা বছর পাঞ্জাবি, শার্ট, জ্যাকেট রাখি দোকানে।

নীল-তৃণা- টলিউডের অন্যতম চর্চিত এই জুটি এ বার নতুন ভূমিকায়। পুজোর আগেই স্বামী তথা অভিনেতা নীল ভট্টাচার্যের সঙ্গে যৌথ ভাবে বিপণন সংস্থা খুলেছেন তৃণা সাহা। তাঁদের সংস্থার নাম "ক্লথস। এই দোকানটির আপাতত ঠিকানা গড়িয়াহাট। তবে এ মাসেই ঠিকানা পরিবর্তন হয়ে ম্যান্ডেভিলে গার্ডেন্স হবে। এটি মূলত ডিজাইনার স্টোর। নিজেদের চাহিদা এবং পছন্দের কথা বললে পোশাকশিল্পীরা তেমনটাই বানিয়ে দেবেন। তবে পুজো উপলক্ষে এখানে থাকছে হ্যান্ডলুম, সিল্ক, জামদানি শাড়ি। থাকছে পশ্চিমি পোশাকও। দোকানের কর্ণধার নীল বলেন, "শাড়ি থেকে শুরু করে ডিজাইনার পোশাক, সবই থাকছে। কলকাতার নামী শিল্পীদের তৈরি পোশাকও থাকছে। সবে পথ চলা শুরু করেছি। আরও বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আশা করি সেগুলি করে উঠতে পারব।"

সন্ধে হলেই ভাজাভুজি খেতে মন চায়?

বছরের আর পাঁচটা সময় ওজন নিয়ে তেমন মাথা না ঘামলেও পুজোর আগে অনেকেই চান ছিপছিপে শরীর পেতে। জিমের মেম্বারশিপ ইতিমধ্যেই নিয়ে ফেলেছেন কেউ কেউ। শরীরচর্চায় মন দিলেও সারা ক্ষণ খাই খাই ভাব তাড়া করছে মনের ভিতর। সন্ধেবেলা হালকা খিদে পেলেই ফোনের দিকে চলে যায় চোখ। কোন রেস্তরাঁয় কোন অফার চলছে সেই অনুযায়ী চলে অর্ডার!

মোমো, রোল-চাউমন, পিতা, বার্গার এক এক দিন এক এক রকম ফরমায়েশ। ফলে ওজন ঝরানোর সব চেষ্টাই বৃথা। ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড খেয়ে ওজন বাড়িয়ে ফেলি আমরা। কমে যায় রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা। বৃদ্ধি পায় বিপদ।

পুজোর আগে অনেকেই চান ছিপছিপে শরীর পেতে।

পুষ্টিবিদদের মতে, রোজের ডায়েটে মোট ক্যালোরির ২৫ শতাংশ প্রোটিন থেকে এলে ভুলভাল খাওয়ার প্রবণতা প্রায় ৬০ শতাংশ কমে যায়। কাজেই দিনের প্রতিটি খাবারের সঙ্গে পর্যাপ্ত প্রোটিন যেন থাকে, সে দিকে নজর রাখতে হবে। খুব খিদে পেলে ভাজা বা প্রক্রিয়াজাত খাবারের আসক্তি বেড়ে যায়। খিদে চেপে রাখা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অল্প খিদে পেলেই স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে নিলে ভুলভাল খাওয়ার প্রতি আসক্তি কমে। ওজন ঝরাতে অস্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি আসক্তি কমাবেন কী ভাবে?

১) মুখে চিউয়িং গাম রাখলে মিষ্টি এবং নোনতা খাবারের আসক্তি কিছুটা কমে। তবে তা যেন সুগার-ফ্রি হয়, সে দিকে নজর রাখতে হবে।

২) শরীরে জলের ঘাটতি হলেও খাই খাই ভাব বেড়ে যায়। তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে দিনে কম করে আড়াই-তিন লিটার জল খেতে হবে। অল্প করে, বারে বারে জলে চুমুক দিতে থাকুন। এ ক্ষেত্রে ডিটক্স ওয়াটারের উপর ভরসা রাখতে পারেন। ৩) ঘুম কম হলে ভাজা বা মিষ্টি খাবারের প্রতি আসক্তি বাড়তে পারে। কাজেই ভাল করে ঘুমনোর চেষ্টা করুন। কখনও যদি কম ঘুমের ক্লান্তি গ্রাস করে চিনি ছাড়া কালো চা বা কফি খান দু-এক কাপ।

৪) মানসিক চাপ বাড়লে গ্লুকোজগ্নসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়। তবে তার স্থায়িত্ব থাকে ৩-৫ মিনিট। সে সময়ে আড্ডায়-কাজে কাটিয়ে দিতে পারলে বিপদ কমে যায়।

৫) হালকা খিদের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার সব সময় হাতের কাছে রাখুন। চিপ্সের বদলে খান স্বাস্থ্যকর কাজু, চিনেবাদাম বা আখরোট। তাতে মন না ভরলে অল্প করে পপকর্ন বা মাখানা খেতে পারেন। চকোলেট আসক্তি মাত্রা ছাড়ালে মিল্ক চকোলেটের বদলে খান ডার্ক চকলেট। ওজন ঝরানোর প্রক্রিয়ায় মাঝেমধ্যে আমাদের আইসক্রিম, পেস্ট্রির মতো মিষ্টি খেতেইচ্ছে হয়, তার বদলে কিসমিস বা খেজুর রাখুন হাতের কাছে।

হৃষিকেশ সুলভ 'অজ্ঞেয় শব্দ সৃজন সম্মান' এবং 'দক্ষিণ ভারত শব্দ হিন্দি সেবা সম্মান' পাচ্ছেন শান্তা বাই

বেঙ্গালুরু, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : দেশের সফওয়্যার রাজধানী বেঙ্গালুরুতে হিন্দি নির্মাতাদের বিখ্যাত সাহিত্য সংগঠন "শব্দ" আজ ২০২৩ সালের "অজ্ঞেয় শব্দ সৃজন সম্মান" এবং দক্ষিণ ভারত শব্দ হিন্দি সেবা সম্মানের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেছে। মহান হিন্দি গল্পকার হৃষিকেশ সুলভকে তাঁর "দাতা পীর" উপন্যাসের জন্য ১ লক্ষ টাকার "অজ্ঞেয় শব্দ সৃজন সম্মান" এবং ২১ হাজার টাকার "দক্ষিণ ভারত শব্দ হিন্দি সেবা সম্মান" দেবে কর্মঠ হিন্দিসেবী ও কর্ণাটক মহিলা হিন্দি সেবা সমিতি। দক্ষিণ ভারতে হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বিশিষ্ট প্রবীণ শান্তা বাইকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। শব্দের সভাপতি ড. শ্রীনারায়ণ সমীর আজ জারি করা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, দুজন বিজয়ীকে ১০ ডিসেম্বর বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত একটি সারস্বত অনুষ্ঠানে পুরস্কারের অর্থের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী মহীশূর পেটা, স্মারক ও উত্তরীয় উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হবে। নির্ণায়ক মণ্ডলী "অজ্ঞেয় শব্দ সৃজন সম্মান" -এর সুপারিশে বলেছে, "হৃষিকেশ সুলভ, সমসাময়িক হিন্দি কথাসাহিত্যের মাধ্যমে সামাজিক বাস্তবতা এবং বিদ্রুপের একটি মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরেছেন"। তাঁর "দাতা পীর" উপন্যাস, মুসলিম জীবনের আবেগ এবং অস্পৃশ্য দিকগুলি তুলে ধরেছে, যা হিন্দি সাহিত্যের বর্ণনামূলক পরিসরকে সমৃদ্ধ করেছে।

"দক্ষিণ ভারত শব্দ হিন্দি সেবা সম্মান"-এর জন্য কর্ণাটক মহিলা হিন্দি সেবা সমিতির বিশিষ্ট প্রধান শান্তা বাইয়ের নাম সুপারিশ করে নির্ণায়ক মণ্ডলী। মণ্ডলী জানিয়েছে, "শ্রীমতি শান্তা বাই, তাঁর দীর্ঘ জীবন এবং শিক্ষার মাধ্যমে, কর্ণাটকের যুব সমাজকে প্রভাবিত করেছে"। তাঁর আচরণের মাধ্যমে, তিনি কন্নড়-হিন্দি মৈত্রীর বিকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে জাতির অনুভূতিকে শক্তিশালী করার একটি দুর্দান্ত কাজ করেছেন।

ডঃ সমীর বলেন, বেঙ্গালুরুর বিখ্যাত সমাজকর্মী এবং অজ্ঞেয় সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ বাবুলাল গুপ্তের ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় "অজ্ঞেয় শব্দ সৃজন সম্মান" দেওয়া হয়।

বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাই থেকে প্রকাশিত একটি শীর্ষস্থানীয় হিন্দি সংবাদপত্র গোষ্ঠী, "দক্ষিণ ভারত রাষ্ট্রমত"-এর সহযোগিতায় "দক্ষিণ ভারত শব্দ হিন্দি সেবা সম্মান" প্রদান করে। সংগঠনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জানানো হয়, এই পুরস্কারের জন্য মোট ৫৩টি প্রবেশপত্র পাওয়া গেছে।

বিখ্যাত সম্পাদক ওম থানভির নেতৃত্বে লেখক ড. ভানওয়ার সিং শাকতাওয়াত, অনুবাদ বিশেষজ্ঞ ঈশ্বর চন্দ্র মিশ্র এবং লেখিকা রমিতা সিং-এর সমন্বয়ে গঠিত মূল্যায়ন কমিটি এগুলির মূল্যায়ন করেছে। সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করে, ৫ সদস্যের নির্ণায়ক মণ্ডলী সর্বসম্মতিক্রমে পুরস্কার বিজয়ীদের নাম নির্ধারণ করে। নির্ণায়ক মণ্ডলীতে রয়েছেন বাবুলাল গুপ্ত, শ্রীকান্ত পরাশর, নলিনী পোপাট, ড. উষারাণী রাও এবং ড. শ্রীনারায়ণ সমীর। ড. সমীর মূল্যায়ন কমিটি এবং নির্ণায়ক মণ্ডলী উভয়েরই সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এবার নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির নজরে ঝালদা পুরসভা

পুরুলিয়া, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এবার নিয়োগ দুর্নীতিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির নজরে। পুরনিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ঝালদা পুরসভাকে চিঠি পাঠিয়েছে ইডি। সোমবারই সেই চিঠি এসে পৌঁছেছে পুরসভার হাতে। মঙ্গলবার পুরসভা সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

গত বুধবারই চার কংগ্রেস কাউন্সিলর ও এক নির্দল কাউন্সিলকে দলে টেনে বোর্ড গড়েছে তৃণমূল। শাসকদল বোর্ড গড়ার পর এবার আবার পুরকর্মী নিয়োগ নিয়ে ইডির নোটিস। সূত্রের খবর, ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে যত নিয়োগ হয়েছে, সে সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য জানতে চেয়েছে ইডি। ঝালদা পুরসভার প্রধান করণিক গৌতম গোস্বামী বলেন, "এক্সিকিউটিভ অফিসারকে চিঠি পাঠিয়েছে। সাতদিন সময় দেওয়া হয়েছে। আমরা নথি তৈরি করছি।"

এই প্রথমবার নয়। এর আগেও ঝালদা পুরসভাকে নোটিস পাঠিয়েছিল ইডি। করণিক গৌতম গোস্বামী বলেন, "আমরা ডাকযোগে ও ইমেলে ইডির নোটিস পেয়েছি। যেখানে বলা হয়েছে, ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে যত নিয়োগ হয়েছে, তাদের বায়োডাটা-সহ সমস্ত নথি দিতে হবে। সেই সময় থেকে কারা পুরপ্রধান পদে থেকেছেন, কার্যনির্বাহী অধিকারিক কারা, পুরকর্মচারিই বা কারা, নাম ফোন নম্বর চাওয়া হয়েছে। আমরাও সেই ভাবে প্রস্তুত নিচ্ছি। আগের চিঠিতেও একই তথ্য জানতে চাওয়া হয়। সেইমতো জানানোও হয়। ফের চিঠি এলো।"

বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জীবনের উন্নতির জন্য বড় পদক্ষেপ, ৫টি রূপান্তরমূলক প্রোগ্রাম উন্মোচন প্রতিমা ভৌমিকের

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী কুমারী প্রতিমা ভৌমিক সোমবার ডঃ আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে (ডিএআইসি) ৫টি রূপান্তরমূলক কর্মসূচির উন্মোচন করেছেন।

এর ফলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরে একটি উদ্যোগ শুরু হয়েছে। ৫টি প্রোগ্রামের অধীনে, ব্যাচেলর অফ আর্কিটেকচার প্রোগ্রামের অধীনে ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেসিবিলিটি কোর্স চালু করার জন্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ স্থাপত্য পরিষদের (সিওএ) সঙ্গে চুক্তি করেছে।

স্থপতি এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য একটি প্রত্যয়িত পাঠ্যক্রম তৈরি করা হবে, যা তাদের বর্তমান পরিবেশে অ্যাক্সেসিবিলিটি অডিট পরিচালনা করার দক্ষতা শেখাবে। এরসঙ্গে গবেষণার উদ্দেশ্যে হল, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন আইডি (ইউডিআইডি) পোর্টালের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ বেনামী তথ্য প্রকাশ করবে। তৃতীয় কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ পিএম ডিএকেএসএইচ-ডিইপিডব্লুডি পোর্টাল চালু করেছে। এটি একটি বিস্তৃত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ খোঁজার ক্ষমতায়নের জন্য তৈরি করা হয়েছে।পোর্টালটি ইউডিআইডি- এর মাধ্যমে নির্বিঘ্ন নিবন্ধন, অবস্থান ভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের বিকল্পগুলিতে অ্যাক্সেস, সারা ভারত থেকে বিস্তৃত কর্মসংস্থান তালিকা এবং সুবিন্যস্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলি অফার করে। ভবিষ্যতে পিএম ডিএকেএস এইচ-ডিইপিডব্লুডি পোর্টালে বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য ২৫ হাজার শূন্যপদ অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছে। চতুর্থ কর্মসূচির অধীনে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ একটি পুস্তিকাতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের অধিকার সম্পর্কিত ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের প্রধান রায়গুলি সংকলন করেছে। এটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং ক্ষেত্রের স্টেকহোল্ডারদের জন্য একটি মূল্যবান রেফারেন্স গাইড হিসাবে কাজ করবে।পঞ্চম কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য প্রধান কমিশনার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অভিযোগগুলি পরিচালনা করার জন্য একটি অত্যাধুনিক অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে। এটি পুরো প্রক্রিয়াটিকে সুগম, কাগজবিহীন এবং দক্ষ করে তুলবে। এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল, নির্বিঘ্ন অনলাইন অভিযোগ দায়ের, স্বয়ংক্রিয় অনুস্মারক এবং সাধারণ শুনানির প্রক্রিয়া।

তামিলনাড়ুতে বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান ইডির

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : এনফোর্সমেন্ট নির্দেশালয় তামিলনাড়ুর ৪০টি স্থানে অভিযান চালিয়েছে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি তামিলনাড়ুতে বালি খননের সঙ্গে জড়িত ঠিকাদারদের অফিস এবং বাসস্থান সহ মোট ৪০টি স্থানে অভিযান চালিয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে আজকে একটি বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইডি, নদী তীরবর্তী এলাকা থেকে বালি তুলে সেগুলি বিক্রিতে বড় আকারের কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার অভিযান চালায়। অর্থ পাচারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তকারী সংস্থা এই ৪০টি জায়গায় তল্লাশি চালায়। বালি তোলার লাইসেন্সধারী শিল্পপতি এস. রামচন্দ্রন এবং ডিন্ডিগুল রথিনামের অফিস এবং বাসস্থানও ওই ৪০টি স্থানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। ইডি-র অভিযান এখনও চলছে।

"পকেটমার সরকার হইতে সাবধান', বিদ্যুৎ মাশুল নিয়ে শুভেন্দুর বার্তা

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ মাশুল নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

মঙ্গলবার তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, ""বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি"র প্রতিবাদ আন্দোলনে আমার পূর্ণ সমর্থন রইলো। ওনাদের এই আন্দোলন যুক্তিসঙ্গত, এবং এই বিষয়ে আগেও আমি বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে সোচ্চার হয়েছি।

পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারী সরকারের অতি চালাকি ধরা পড়ে গেছে। চুপি চুপি বিভিন্ন খাতে দর বৃদ্ধি করে বিদ্যুতের বিল ব্যাপক ভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে এই সরকার। সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর একটা হেস্তনেস্ত না করলেই নয়। এই ভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে দাম বৃদ্ধি, পকেটমারির সমান। পকেটমার সরকার আর নেই দরকার।"

কালিয়াচকে বোমা বিস্ফোরণ, এলাকায় আতঙ্ক

মালদা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মালদার কালিয়াচক থানা এলাকার বীরনগর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বেগুনটোলা গ্রাম। সোমবার রাত প্রায় তিনটে নাগাদ বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত প্রায় সোয়া তিনটা নাগাদ বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় গ্রামবাসীরা মাঠের দিকে কাজ করতে এলে একটি বেগুনের জমিতে তারা দেখতে পান তিনটি বস্তা পড়ে রয়েছে এবং তার সাথে ওই এলাকা জুড়ে ছোপছোপ রক্ত পড়ে রয়েছে।

যাদবপুরের ধৃত পড়ুয়াদের হেনস্থা, সায় নেটনাগরিকদের

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.)) : যাদবপুরে প্রথম বর্ষের ছাত্রর মৃত্যুর জেরে ধৃতকে আদালতে হেনস্থা করার ঘটনায় সমর্থন জানালেন অধিকাংশ নেটনাগরিক। সোমবার অভিযুক্ত ১২ পড়ুয়াকে আলিপুরের বিশেষ পসকো আদালতে নিয়ে এলে পুলিশের গাড়ি থেকে নামার পর এক বয়স্ক মহিলা আইনজীবী করেকজন অভিযুক্তকে জামার কলার ধরে বাধাক্কা দিয়ে হেনস্থা করেন।

বিষয়টি একটি সংবাদ চ্যানেল সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করলে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ১৪ ঘন্টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৬৭৬, ১৪৬ ও ২০। নেটনাগরিকদের সিংহভাগ, বলা যেতে পারে প্রায় সবাই সমর্থন করেছেন ওই আইনজীবীকে। যদিও ওই আইনজীবী যখন এই খাজ করছিলেন, তাঁকে নিরস্ত ও সমালোচনা করছিলেন সমবেত অন্যরা।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সুমক মিত্র লিখেছেন, "একদম ঠিক করেছেন, আর কবে উচিত শাস্তি দেওয়া হবে? অনেক দিন তো হয়ে গেল। এমন শাস্তি দিতে হবে যে ভবিষ্যতে কেউ যাতে না রাগিং করতে পারে।" শবরী বসু সেনগুপ্ত লিখেছেন, "একদম ঠিক কাজ করেছেন।"

পুস্পশ্রী ঘোষ লিখেছেন, "খুব ভাল করেছেন। এ রকম আগে করলে আরও ভাল হত।" শাশ্বতী বিশ্বাস লিখেছেন, "একদম ঠিক কাজ করেছেন।" নিবেদিতা মৈত্র মুখার্জি লিখেছেন, "সরকার যখন সাজা দিতে ব্যর্থ,, তখন মানুষ নিজের হাতেই আইন তুলে নেবে! এটাই স্বাভাবিক।"

অঞ্জলি ব্যানার্জি লিখেছেন, "যা হয়েছে, ঠিক হয়েছে।" সৌগত সাহা লিখেছেন, "সঠিক কাজ। অনেক ধন্যবাদ আইনজীবীকে।"

মৌসুমী ভট্টাচার্য্য লিখেছেন, "মানুষের ধৈর্য্যরো একটা সীমা আছে সেটা যখন অতিক্রম করে তখন কিন্তু ভয়ানক হয়, আইনের ওপরে আস্থা হারিয়ে শেষপর্যন্ত আইন নিজেদের হাতেই তুলে নিতে বাধ্য হয়।"

প্রণোজিৎ বিশ্বাস লিখেছেন, "আমাদের দেশে দোষীদের হয়ে উকিলদের দাঁড়ানো টাই সব চেয়ে দোষের।" কৈলাশ দাস লিখেছেন, "দারুন হয়েছে, সব কটাকে দরকার এইরকম।" সুমিত রায় লিখেছেন, "১০০ ঠিক। ঠিক করেছেন। আর কবে শাস্তি হবে। অনেক দিন তো হলো।"

রাতের অন্ধকারে অন্ডালে গুলি, জখম দাপুটে সিপিএম নেতা

পশ্চিম বর্ধমান, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডালে রাতদুপুরে গুলিবিদ্ধ হলেন এক সিপিএম নেতা। অন্ডাল থানার সিদুলির এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

তৃণমূলের প্রস্তাবিত উপপ্রধানকে সরিয়ে অন্ডালের খান্দরা পঞ্চায়েতে সিপিএমের সমর্থনে 'নিজের' পছন্দের তৃণমূলেরই উপপ্রধানকে বসানো হয়েছে। এই অভিযোগ উঠেছে এলাকার দাপুটে সিপিএম নেতা বুদ্ধদেব সরকারের দিকে। তাঁকে লক্ষ্য করেই সোমবার রাতে গুলি চালানো হয়। কাঁধে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভরতি করানো হয় তাঁকে। খবর পেয়ে পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থলে যায়। শুরু হয়েছে তদন্ত।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, খান্দরা পঞ্চায়েতে যারাই থাকুক, লাগাম নাকি থাকত বুদ্ধদেববাবুর হাতেই। এসবের জেরে তাঁর উপর রাগ ছিল বিরোধী গোষ্ঠীর। সোমবার রাতে সিদুলিতে খান্দরা পঞ্চায়েত থেকে বাইক নিয়ে খান্দরায় নিজের বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন তিনি।

অন্ধকারে তাঁকে গুলি করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ৩ রাউন্ড গুলি চলে। বুদ্ধদেববাবুর বা কাঁধে একটি গুলি লাগে। স্থানীয়রাই দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসে। খবর পেয়ে অন্ডাল থানার পুলিশ ও অন্যান্য আধিকারিকরা পৌঁছন ঘটনাস্থলে।

আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের ডিসি (পূর্ব) কুমার গৌতম জানান, "শুটআউটের ঘটনা ঘটেছে। আহতকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। কে, কারা এবং কেন গুলি করল, তা ওঁর কাছে জানতে চাওয়া হবে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়েছে।তদন্ত শুরু হয়েছে।" ওই বেসরকারি হাসপাতালের নির্দেশক প্রবীর চক্রবর্তী জানান, "বাঁ কাঁধে গুলি লেগেছে। ওঁর জ্ঞান আছে। দ্রুত গুলি বের করার চেষ্টা হচ্ছে।"

ছাত্রকে শাস্তি দেওয়ায় স্কুলে ঢুকে শিক্ষকদের বেধড়ক মার, হাওড়ায় ধৃত দুই

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ক্লাসে ছাত্রকে শাস্তি দেওয়ায় শিক্ষকদেরই বেধড়ক মারধর ছাত্রের বাড়ির লোকজনের। ঘটনাটি হাওড়ার শ্যামপুরের নওদা নয়নচন্দ্র বিদ্যাপীঠ স্কুলে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত শিক্ষকেরা।

সোমবার দশম শ্রেণির এক ছাত্র ইংরেজি ক্লাস চলাকালীন ক্লাসের মধ্যে গোলমাল করে বলে অভিযোগ। শাস্তি হিসাবে ইংরেজি শিক্ষক তাকে ক্লাস থেকে বের করে দেন। কিন্তু ছাত্রটি ক্লাসের বাইরে যেতে অস্বীকার করে। তখন শিক্ষক তাকে কান ধরে ওঠবোস করতে বলেন। একটি চড়ও মারেন বলে অভিযোগ। তখনকার মতো সব শান্ত হয়ে গেলেও গোলমাল বাড়তে থাকে।

স্কুলের টিফিনের সময়ে শিক্ষকদের বসার ঘরে চড়াও হয় ওই ছাত্রের আত্মীয়-সহ চার স্থানীয় বাসিন্দা। শিক্ষকক্ষে ঢুকেই লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে ইংরেজির শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকদের বেধড়ক মারধর করতে থাকেন। কিল, চড় এবং ঘুসি পড়তে থাকে শিক্ষকদের উপর। কয়েক জন শিক্ষক আহত হন। গোটা ঘটনাটাই টিচার্স রুমে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায় বন্দি হয়। পরে মারধরের ওই ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সূত্রের খবর, পুলিশ এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করেছে।

ময়ূরাক্ষী দুমকা-হাওড়া এক্সপ্রেস অবরোধ যাত্রীদের

বীরভূম, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রায় প্রত্যেক দিনই সময়ের থেকে দেরিতে আসছে ময়ূরাক্ষী দুমকা-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেন। এই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার সকালে ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস ট্রেনের সামনে বসে রেল অবরোধ করেন দুবরাজপুরের নিত্যযাত্রীরা।

বীরভূম থেকে নিত্য প্রচুর মানুষ কাজের জন্য অন্যত্র যান। স্কুল কলেজ কিংবা অফিসে যাওয়ার জন্য তাঁদের ট্রেনের ওপরেই ভরসা করতে হয়। কিন্তু এভাবে ট্রেন নির্দিষ্ট সময়ের থেকে অনেক দেরিতে আসায় সমস্যায় পড়তে হয় যাত্রীদের। নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতেই দেরি হয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে ময়ূরাক্ষী ট্রেন দুবরাজপুর স্টেশনে এলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন যাত্রীরা।সকালে দেরিতে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই রেললাইনের ওপর বসে পড়েন যাত্রীরা। তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

খবর পেয়ে পৌঁছয় রেল পুলিশ। যান রেলের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরাও। নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন চলাচলের আশ্বাস দিলে নিত্যযাত্রীরা সকাল ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ অবরোধ তুলে নেন। প্রায় দু'ঘণ্টা পর দুবরাজপুর স্টেশন থেকে ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ছাড়ে।

জি-২০ সম্মেলন ভারতের প্রযুক্তিগত ক্ষমতা, অর্থনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করেছে : জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রযুক্তিগত ক্ষমতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক শক্তিও প্রদর্শন করা হয়েছে। সোমবার নয়াদিল্লিতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স কমিউনিকেশন অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ-এর "ওয়ান উইক ওয়ান ল্যাব" (ওডব্লুওএল) প্রোগ্রামের উদ্বোধনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথাই বলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানা।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তত্ত্বাবধানে এই সরকার ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং অত্যাধুনিক আধুনিক প্রযুক্তির মধ্যে সংমিশ্রণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।

আমাদের একটি ঐতিহ্যগত জ্ঞান গ্রন্থাগার ছিল যা এখন টিকেডিএল নামে পরিচিত।

প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেন, ভারত মন্ডপম এবং আরও যেসব কাঠামো এই সরকার নির্মাণ করেছে সেগুলিতে রয়েছে পরম্পরাগত ঐতিহ্যের সঙ্গে সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমত্তা, প্রযুক্তি এবং স্থাপত্যের সর্বোত্তম সংমিশ্রণ। আমি আনন্দিত যে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর অধীনে ভারত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের নেতৃত্ব দিয়েছে।

হিমাচল প্রদেশের বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

চণ্ডীগড়, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করতে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী হিমাচল প্রদেশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

মঙ্গলবার সকালে স্বামী রবার্ট বঢরার সঙ্গে চণ্ডীগড় পৌঁছেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এখান থেকে তিনি হিমাচল প্রদেশের উদ্দেশে রওনা দেন। বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করবেন প্রিয়াঙ্কা। চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু এবং কংগ্রেস সভাপতি প্রতিভা সিং। চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে পৌঁছে প্রিয়াঙ্কা অনেক যাত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এবং সেলফিও তোলেন। চণ্ডীগড় ও মোহালি প্রশাসন সোমবার গভীর রাতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর আসার খবর পায়।

বানিহালে খাদে গড়িয়ে গেল ট্রাক, মৃত ৪

বানিহাল, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলার বানিহালে পাথরে ধাক্কা খেয়ে পিছলে খাদে পড়ে গেল একটি ট্রাক। ঘটনায় মৃত্যু হল ৪ জনের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে। ভূমিধস ও এই দুর্ঘটনার জেরে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজট হয়েছে। ঘটনার জেরে আপাতত ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বানিহালের শের বিবির কাছে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ভূমিধস পড়ে থাকা একটি বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে ট্রাকটি গড়িয়ে খাদে পড়ে যায়। ট্রাকটিতে চালক-সহ মোট ৪ জন ছিলেন। তাঁদের বয়স ২৯ বছর থেকে ৪২ বছরের মধ্যে। ঘটনাস্থলেই সকলের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন রামবানের ডেপুটি কমিশনার।

প্রসঙ্গত, এদিন সকালে হঠাৎ করে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ভূমিধস নামার ফলেই ট্রাকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের দাবি। খবর পেয়েই দুর্ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। তারাই ট্রাক দুর্ঘটনায় নিহতদের উদ্ধার করে

সর্বাঙ্গে পুজোর আবহ মেখে বিদেশভ্রমণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রীতিমত পুজোর আবহ মেখে বিদেশভ্রমণে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা ছাড়ার আগে বিমানবন্দরে মা দুর্গার মূর্তিতে রং ছুঁইয়ে গেলেন তিনি। বিমানবন্দরে বিশ্ববাংলার স্টলের দুর্গার একটি মাটির মূর্তিতে তাঁকে রং করতে দেখা যায়। মঙ্গলবার দুর্গামূর্তির কপালে লাল রং দিয়ে ত্রিনয়ন আঁকেন মমতা। পরে ঠোঁটেও বুলিয়ে দেন একই লাল রং। মাটির মূর্তিতে কেবল শাড়িটুকুই পরানো ছিল। আর কোথাও কোনও রং ছিল না। মমতা লাল রঙে সেই মূর্তিকেই সাজিয়ে তোলেন। শুধু দুর্গামূর্তি নয়, বিশ্ববাংলার গোটা স্টলটিই ঘুরে ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। শাড়ি এবং অন্যান্য জামাকাপড়ের সংগ্রহ দেখেন। স্টলে রাখা একটি শঙ্খ হাতে তুলে নিয়ে তাতে ফুঁ দিতেও দেখা যায় তাঁকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি পাঁচ বছর পরে বিদেশ যাচ্ছি। এর আগেও অনেক জায়গা থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছি। কিন্তু যেতে পারিনি। কারণ কেন্দ্রের অনুমতি পাচ্ছিলাম না।" মঙ্গলবার সকালের বিমানে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা ছিল মমতার। বিমান বেশ কিছুটা দেরি করে। বিমানবন্দরে পৌঁছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। জানান, স্পেন থেকে বার বার প্রতিনিধিরা বাংলায় এসেছেন। কিন্তু বাংলা থেকে কেউ আগে যেতে পারেননি। মমতা বলেন, "স্পেন আমাদের এখানে বইমেলায় এসেছিল। ওখানে নির্মাণশিল্প-সহ ভাল ভাল কিছু শিল্প রয়েছে। ওরা বার বার আমাদের এখানে আসে, আমরা যাই না। ওদেরই আমন্ত্রণে আমরা যাচ্ছি। দেখা যাক কী হয়।"

বিদেশ থেকে কি বড় কোনও চমক নিয়ে আসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "চমক তো পরে। প্রদীপ জ্বালানোর আগে প্রদীপে তো তেল ভরতে হয়। সেইজন্যই যাচ্ছি। সেইজন্য এই ছোট দেশটিকে বেছে নেওয়া।"

ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৪০ জন, ফের মৃত্যু শূন্য

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৪০ জন। সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৫০৫ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০২৭।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,

সিপিআইএম নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি দুস্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবীতে মিছিল

দুর্গাপুর, ১২সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের খনি অঞ্চলে শুটআউট। এবার সিপিআইএম নেতাকে লক্ষ্য করে গুলির ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের সিদুলি সিপিআই পার্টি অফিসের কাছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে তাজা কার্তুজ। গুলিবিদ্ধ ওই সিপিএম নেতা বুদ্ধদেব সরকার দুর্গাপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অন্ডাল থানার পুলিশ। দুস্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবীতে মঙ্গলবার খান্দরায় প্রতিবাদ মিছিল করে সিপিএম।ঘটনায় জানা গেছে, বুদ্ধদেব সরকার সিঁদুলি এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি রানীগঞ্জের বল্লভপুর পঞ্চায়েতের কর্মী পদে কর্মরত ছিলেন। সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ অন্ডালের সিদুলি এলাকার সিপিএমের পার্টি অফিসের কাছে নিজের গাড়িতে উঠছিলেন। ওই সময় আচমকা কয়েকজন বাইক নিয়ে এসে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় বলে অভিযোগ। বুদ্ধদেব বাবুর হাতে একটি গুলি লাগে। এছাড়াও তার গাড়ীতে দু'টি গুলি লাগে। গুরুতর বুদ্ধদেব বাবুকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দুর্গাপুরের এক বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুদ্ধদেব সরকার এলাকায় সিপিআইএম নেতা বলেই পরিচিত। এদিকে ভর সন্ধ্যায় এভাবে গুলি চালানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার পুলিশ। একটি কার্তুজের খোলও উদ্ধার করে পুলিশ। এদিকে বুদ্ধদেব বাবুর রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্ত শুরু হয়েছে।ঘটনায় স্থানীয় সিপিএম নেতা তুফান মন্ডল বলেন,'বর্তমানে দল ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। নতুন করে এলাকায় সদস্যপদ গ্রহনের কাজ চলছে। বুদ্ধদেব ভাল সংগঠক ও এলাকায় পরিচিত। অনুমান সেকারনের তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা গুলি চালিয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে অপরাধীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।'অন্যদিকে সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী বলেন,' বুদ্ধদেব দলের কোন কর্মী নন। ওর জ্যাঠামশাই দলের ঘনিষ্ঠ সমর্থক।' যদিও ঘটনায় দুস্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবীতে মঙ্গলবার খান্দরায় প্রতিবাদ মিছিল করে সিপিএম। যার নেতৃত্বে ছিলেন বংশগোপাল চৌধুরী। এদিন তিনি অবশ্য দাবী করে বলেন,' ষাটের দশক ও সত্তরের দশকেও সিপিএম কর্মকর্মীদের ওপর হামলা হয়েছে। এখন রাজ্যে নারকীয় রাজত্ব চলছে। ঘটনায় দুস্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবী জানাচ্ছি। একই সঙ্গে খনি অঞ্চলে যে অস্ত্রের ঝনঝনানি, সেই অস্ত্র উদ্ধারের দাবী জানাচ্ছি।'উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ১১ সেপ্টম্বর অন্ডালের বেনিয়াডিহিতে দিনদুপরে শুটআউটে খুন হয় সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যাঙ্কমিত্র। এছাড়াও ২০২০ সালের ১২ নভেম্বর এলাকা দখলকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অন্ডালের খাস কাজোড়া। ''শুটআউট'', মৃত্যু হয় ধরমবীর নুনিয়া (৪২) নামে এক গাড়িচালকর। তিনি তৃণমূলকর্মী বলে পরিচিত ছিল। ঘটনায় আহত হয় দুজন। গত ২০২০ সালে ২০ জানুয়ারী অন্ডালের হরিশপুর রঞ্জিত বাউরী নামে এক ইসিএলকর্মী দুস্কৃতীদের গুলিতে জখম হয়। ২০২১ সালের ১২ জানুয়ারী রাত্রে বেসরকারী সংস্থার নিরাপত্তারক্ষী রামলক্ষন কেওট নামে একজন দুস্কৃতীদের গুলিতে জখম হয়। তিনি তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিতি ছিলেন। একের পর গুলিকান্ডে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা খনি অঞ্চলজুড়ে। এদিকে অস্ত্রের ঝনঝনানিতে ত্রস্ত শিল্পাঞ্চল। লোকসভা নির্বাচনের আগে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের দাবীতে সরব বিজেপি ও বামেরা। বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারী বলেন,' এখন সিপিএম নেতারা তৃণমূল হয়ে গেছে। এরা ক্ষমতা ছাড়া থাকতে পারে না। কিছুদিন আগে সিপিএমের পার্টি অফিসে খুলে দিল তমণমূলের জেলা সভাপতি। সিপিএমের নীচুতলার কর্মীরা নতুন জোটে আসতে চাইছে না। তাই তাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। তবে যাদের ওপর এভাবে অত্যাচার করছে তাদের পাশে আছি।'এদিকে, তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানান,'খুব দুঃখজনক ঘটনা। গুলিবিদ্ধ ওই ব্যাক্তির সুস্থতা কামনা করি। তবে তার আরও কারবার ছিল। তিনি বল্লভপুর পঞ্চায়েতের সরকারী কর্মী। কয়েকমাস আগে সিঁদুলি পঞ্চায়েতে থেকে গেছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দিতে হবে

● প্রথম পাতার পর

রাখার দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলীর। পাশাপাশি ছেলেমেয়েরা যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হচ্ছেন কি না তা লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব অভিভাবকদের। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাদান ও তাদের অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য শিক্ষার্থীদের মনের গভীরে রেখাপাত তৈরী করে। যা ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে যাওয়ার পথকে সুগম করে। শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, পড়াশোনার পদ্ধতি এবং বিষয় সমূহ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গতানুগতিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলিকেও বিদ্যালয়ের পাঠদানে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় চালু হওয়া নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যেও এই শিক্ষানীতি পর্যায়ক্রমে কার্যকর করা হচ্ছে। এরফলে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ অনেকটাই কমবে। তিনি বলেন, রাজ্যের ছেলেমেয়েদের প্রতিভার অভাব নেই। রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায় সর্বোত্তম ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে রাজ্য সরকার এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা থেকে শুরু করে 'বিদ্যাজ্যোতি' প্রকল্প চালু, বিদ্যালয়গুলির পরীক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন, বছর বাঁচাও প্রকল্প চালু, কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশপত্র তৈরী, বন্দে ত্রিপুরা নামে শিক্ষামূলক চ্যানেল চালু করেছে। এছাড়াও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বি'ান মনস্কতা বৃদ্ধিতে রাজ্য সরকার 'ত্রিপুরা সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনেশন' এবং 'ম্যাথ ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনেশন' চালু করেছে।

প্রতি বছর রাজ্য সরকার ৩০ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে জেইই/এনইইটি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য জাতীয় মানের প্রতিষ্ঠানে কোচিং নেওয়ার জন্য আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। তিনি জানান, ৪টি নতুন ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অব ট্রেনিং এবং, ১টি বিটিটিই স্থাপন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামো এবং এসসিইআরটিক্ষ্মএর পরিকাঠামো উন্নত করা হচ্ছে। ককবরক, মণিপুরী, চাকমা, হালাম, মগ ইত্যাদি ৮টি জনজাতি ভাষায় পাঠ্যবই বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে। কলেজস্তর পর্যন্ত ছাত্রীদের টিউশন ফি মুকুব করা হয়েছে। নবম শ্রেণীতে পাঠরত প্রায় ১ লক্ষ ছাত্রীকে বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। 'নিপুন ত্রিপুরা' প্রকল্পে ৩য় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মৌলিক দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য তিন মাস মেয়াদী 'বিদ্যা সেতু' মডিউল তৈরি করা হয়েছে। ত্রিপুরায় ১৮০টি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চলছে যেখানে ৮৮৩৩ শিশু তার সুফল পাচ্ছে। ব্লক এবং জেলা স্তরে স্বল্প মূল্যে তৈরি করা টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল-এর রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের শিশুদের জন্য রাজ্য সরকার 'মুকুল' নামক কর্মসূচি চালু করেছে। সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে ৭৫২টি বিদ্যালয়ে মার্ট ক্লাস চলছে ছবং ৬০টি বিদ্যালয়ে মার্ট ক্লাস শীঘই শুরু করা হবে। রাজ্যের ৬০৪টি বিদ্যালয়ে আইসিটি প্রকল্প চলছে এবং আরও ২৯৪টি বিদ্যালয়ে এই প্রকল্প শুরু করার জন্য প্রক্রিয়া চলছে। রাজ্যের ১০৬টি বিদ্যালয়ে টিংকারিং ল্যাবেরোটরি স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ১০০টি বিদ্যালয়ে টিংকারিং ল্যাবেরোটরি স্থাপন করা হবে। সমগ্র শিক্ষা প্রকল্প বর্তমানে ত্রিপুরায় ২৯৫টি বিদ্যালয়ে বৃত্তিমুলক শিক্ষা চলছে।

জনাকীর্ণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পিএমশ্রী প্রকল্পে প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য ৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সমাজের দুর্বল ও অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে ভর্তির আবেদনের সুবিধার্থে একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল তৈরী করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্বাদশমান পরীক্ষায় প্রথম ১০০ জন স্থানাধিকারী মেয়েদের বিনামূল্যে স্কুটি প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পিএমশ্রী এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে ৪০০টি সরকারি বিদ্যালয়কে আধুনিকীকরণ করা হবে। ত্রিপুরায় শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে আগামী পাঁচ বছরে দুই হাজার কোটি টাকা খরচ করা হবে। যুব সম্পদায়কে দেশ সেবায় উৎসাহিত করার জন্য রাজ্য সরকার প্রত্যেকটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ত্রিপুরা অগিবীর কর্মসূচি চালু করতে যাচ্ছে। দিব্যাঙ্গ দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা লাভে উৎসাহিত করতে 'মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ বৃত্তি চালু জ্ররা হয়েছে। এর অধীনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পাঁচ হাজার টাকা এবং ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য চার হাজার টাকা করে মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হবে। ১১টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সহায়তায় বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে পিপিপি মডেলে ২টি নতুন কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে জিরানীয়া আইন কলেজ এবং কাকড়াবন জেনারেল ডিগ্রি কলেজ। বর্তমানে রাজ্যে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আরও ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় অচিরেই স্থাপন করা হবে। ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে ও ৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং এবং ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে আগরতলার কু'বনস্থিত ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্স স্টাডিস ইন এডুকেশনের প্রাতি/ানিক এবং প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে একটি এডুকেশনাল হাব তৈরী করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

প্ল্যাটিনাম জবিলি উদযাপনের উদ্বোধনী পর্বে বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব বলেন, মনন, শক্তি ও একাগ্রতা ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন, মধ্যশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেকেরকোট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সন্তোষ কুমার রায় চৌধুরী। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন এসএমসি কমিটির চেয়ারম্যান সুধীরচন্দ্র দাস। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডুকলি প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পরমা বর্মণ। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সপ্তম স্থানাধিকারী ক'ষ্ণ দেবনাথকে বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের পক্ষ থেকে ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সাক্ষাৎ

● প্রথম পাতার পর

সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক এবং রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি প্যাটেলকে পুপস্তবক এবং মারক প্রদানের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীও মুখ্যমন্ত্রীর হাতে মারক উপহার তুলে দেন।

সাক্ষাৎকারকালে রাজ্যের বন দপ্তরের প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক কে এস শেঠি এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে, রাজ্যের শিল্প পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে দুদিনের রাজ্য সফরে এলেন কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল। এদিন শিল্পনগরী সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। তাকে স্বাগত জানান শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী শান্তনা চাকমা, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বনিক। রাজ্যের তৈরি বাঁশের সামগ্রী দিয়ে তাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী কে এস সেঠি ও অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি। বোধজংনগর শিল্পনগরী পরিদর্শন করেন তিনি। সেখানে ডিএস গ্রুপের রাবার প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি এবং বাঁশকে ভিত্তি করে গড়ে উঠা ইন্ডাস্ট্রি পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এরপর তিনি আগরতলায় ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন পরিদর্শন করেন। বুধবার তিনি সিপাহীজলা জেলায় রাবার প্ল্যান্টেশন পরিদর্শন করবেন ও সিপাহীজলা জেলা শাসকের অফিসে এক পর্যালোচনা সভা করবেন বলে জানিয়েছেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ওএসডি বিনয় ভূষণ দাস।

হাইলাকান্দিতে রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস শুরু

হাইলাকান্দি (অসম) ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার থেকে জেলায় রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস ২০২৩ শুরু হয়েছে। এই মাস পালনের উদ্বোধন উপলক্ষে মঙ্গলবার জেলা আয়ুক্তের সভা কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পৌরোহিত্যে করে জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারে সরকারি গাইডলাইন অনুসারে এই মাসের ১১ টি এক্টিভিটির সব কয়টি যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ দেন মাস পালন এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে।

সভায় জানানো হয়, মাতৃদুগ্ধ পানের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ২৫ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন কার্য্যসূচির আয়োজন করা হবে।২৬ সেপ্টেম্বর বয়স, ওজন এবং বেড়ে ওঠার নিরিখ স্বাস্থ্য বালক পরদা পরীক্ষা করা হবে। এর আগে ১৯ সেপ্টেম্বর পোষণ কি পড়াই ভি কার্য্যসূচি অনুষ্ঠিত হবে। ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কৃষি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে সচেতনতা অভিযান চালানো হবে।মাস পালনের পঞ্চম এক্টিভিটি হিসাবে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপনায় যোগব্যায়াম ,আয়ুস সম্পর্কে সচেতনতা চালানো হবে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে ২০ সেপ্টেম্বর চলবে মেরি মাটি মেরা দেশ কার্য্যসূচি। স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এনিমিয়া প্রতিরোধে ক্যাম্প স্থাপন করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। ২৫ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পোষণ বটিকা কার্য্যসূচিতে থাকছে ঔষধি গুণ সম্পন্ন গাছ সম্পর্কে সচেতনতা। ২৮ সেপ্টেম্বর থাকছে স্থানীয় পুষ্টিকর ফলমূলের রন্ধন প্রতিযোগিতা। এছাড়া মাস পালনের অঙ্গ হিসেবে ১৪ সেপ্টেম্বরের আগে মাস পালনের সচেতনা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বসানো হবে তথ্যফলক।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারে জেলার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় এই কর্মসূচি পালনের উপর গভীর গুরুত্ব দিতে বলেন। পাশাপাশি জেলার সব স্থানে জল সম্পদ সংরক্ষণের উপর সচেতনতা চালাতেও বলা হয়। জেলার বিভিন্ন জাতি গুষ্টির খাদ্যাভ্যাস অধ্যয়নের উপর এই কর্মসূচি পালনের সময় গুরুত্ব দিতে বলা হয়। পাশাপাশি জেলা আয়ুত্ত স্বাস্থ্য বিভাগকে একটি চা বাগানে রক্তাল্পতা চিকিৎসার জন্য একটি শিবির আয়োজন করতেও নির্দেশ দেন। জেলার বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সভায় স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এডিসি কিমচিন লঙ্গাম অংশ নেন।

ক্ষুব্ধ দলীয় কর্মীদের হাতে তালাবন্ধ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃসুভাষ সরকার

বাঁকুড়া, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) বেশ কিছু দিন ধরেই দলের অন্দরে তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ দানা বাঁধছিলো আজ তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল।আজ বেলা গড়াতেই একদল কর্মী দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে দলের নেতা তথা সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকারকে দলীয় কার্য্যালয়ে তালাবদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তার বিরুদ্ধে স্বৈরাচারিতার অভিযোগ তুলে তারা চড়া সুরে শ্লোগান দিতে থাকেন।এই ঘটনায় তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে বেশ কিছু বিজেপি কর্মী ও কর্মকর্তা দলীয় কার্য্যালয়ে হাজির হলে উত্তেজনা চরমে ওঠে।একসময় দলের জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মন্ডলকে ঘিরে ধরে টানাটানি শুরু হয়।এই সময় দুপক্ষের হাতাহাতি ও চলে।এরকম ঘটনা বেশ কিছুক্ষন চলার পর ঘটনাসলে পুলিশ হাজির হয়।সুভাষ বাবুর নিরাপত্তা র দায়িত্বে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীর সহযোগিতায় পুলিশ সুভাষ বাবুকে উদ্ধার করে।এই ঘটনায় পুলিশ দুজন বিজেপি কর্মীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

বিক্ষোভকারী বিজেপি কর্মী মোহিত শর্মা বলেন, মাননীয় সাংসদ দলের যোগ্য ও একনিষ্ঠ কর্মীদের মর্য্যাদা না দিয়ে দলটাকে শেষ করে দিচ্ছেন। নিজের মনোমত লোকদের জেলা কমিটির সদস্য করছেন। আমাদের কয়েকজন কর্মকর্তাকে শো কজ করেছেন।দলকে বাঁচাতে আমরা আন্দোলন করছি। বিক্ষোভকারী বিজেপি কর্মীরা আরও বলেন, কল্যানী এইমসে মোটা টাকার বিনিময়ে চাকরি দিয়েছেন, জেলা কমিটি র সদস্য হওয়ার জন্য টাকা নিয়েছেন। দলের জেলা সভাপতিকে নিজের খেয়াল খুশীমত পরিচালনা করছেন।এনাদের অযোগ্যতার জন্য আজ বাঁকুড়া পৌরসভায় বিজেপি কোনও আসন পায় নি, বিগত পৌরবোর্ডে বিজেপির দুজন কাউন্সিলর পদে জয়ী হন।পঞ্চায়েতে বহু আসনে প্রার্থী দিতে পারে নি।এটা চরম লজ্জার।

ভোটার তালিকা সংশোধনে বিশেষ পর্যবেক্ষক চায় বিজেপি

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি স)। কে জে রাওয়ের মতো ভোটার তালিকা সংশোধনে পর্য্যবেক্ষকের দাবি করল বিজেপি। মঙ্গলবার তারা ডেপুটি ইলেকশন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে এমনই দাবি করে। এতেই শেষ নয়। সরকারি প্রকল্পে বেসরকারি সংস্থাকে যুক্ত করে ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ এনেছে তারা।এই প্রেক্ষিতে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, ""কে জে রাওয়ের মতো বাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধনে বিশেষ পর্য্যবেক্ষক চাই।"" প্রসঙ্গত, ২০০৬ সালে ভোটার তালিকা পরীক্ষার জন্য কমিশনের দায়িত্বে ছিলেন কে জে রাও।দিল্লি থেকে দুজন ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার কলকাতায় এসেছেন। সোমবার সমস্ত জেলাশাসকদের সঙ্গে একপ্রস্ত বৈঠক হয়েছে তাঁদের। মঙ্গলবার বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব তাঁদের সঙ্গে দেখা করে জানায়, ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য কে জে রাওয়ের মতোই একজন বিশেষ পর্য্যবেক্ষক নিয়ে আসতে হবে।তাঁদের বক্তব্য, ""সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী"" ও ""বাংলা সহায়তা কেন্দ্র""-এর মতো সরকারি প্রকল্পগুলি যে ভাবে চলছে, তার সঙ্গে যে ভাবে বেসরকারি সংগঠন যুক্ত রয়েছে, তাতে এই ধরনের তথ্যগুলি সরাসরি তৃণমূলের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এর

সুপার ফোরের আশা জিইয়ে জুয়েলসের অবনমনের শঙ্কা টাউন ক্লাব শিবিরে

জুয়েলস এসো: ৩ টাউন ক্লাব: ২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। দুর্দান্ত জয় জুয়েলস এসোসিয়েশনের। হারিয়েছে টাউন ক্লাবকে। গুরুত্বপূর্ণ জয়ের সুবাদে একদিকে যেমন অবনমনের খাড়া থেকে অনেকটা সেফ জোনে, অপরদিকে সুপার ফোরের আশাও কিন্তু জিইয়ে রয়েছে জুয়েলস এসোসিয়েশনের। নিজেদের পঞ্চম ম্যাচের মাথায় দ্বিতীয় জয় জুয়েলসের পকেটে মোট ৬ পয়েন্ট এনে দিয়েছে। পরবর্তী তিনটি ম্যাচে জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে সুপার ফোরে খেলার গোল্ডেন চান্সও পেয়ে যেতে পারে জুয়েলস। পক্ষান্তরে টাউন ক্লাব শিবিরে অবনমনের শঙ্কা এখনও বিরাজ করছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের ২১ তম ম্যাচে আজ, মঙ্গলবার জুয়েলস এসোসিয়েশন ৩-২ গোলের ব্যবধানে টাউন ক্লাবকে পরাজিত করে গুরুত্বপূর্ণ জয় হাসিল করে নিয়েছে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে টাউন ক্লাব যেভাবে কাম-ব্যাক করতে শুরু করেছিল একসময় মনে হয়েছিল জুয়েলস-এর জয় রুখে পয়েন্টের ভাগ বসিয়ে দেবে। প্রথমার্ধে জুয়েলস এসোসিয়েশনের তিন গোল, দ্বিতীয়ার্ধে টাউন ক্লাবের দুই গোল। শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি জুয়েলস শিবিরে। খেলার ১৪ মিনিটের মাথায় অমিত জমাতিয়া, ২১ মিনিটে অরুন তামাঙ এবং ২৭ মিনিটে লাল ব্যঙগা ডার্লং এর তিন তিনটি গোলে জুয়েলস এসোসিয়েশন প্রথমার্ধে ৩-০ তে লিড নেয়। দ্বিতীয়ার্ধে জুয়েলস আক্রমণের তুলনায় রক্ষণভাগে অধিক গুরুত্ব দিলে টাউন ক্লাব অলআউট খেলার ফায়দা তুলে নেয়। দ্বিতীয়ার্ধের ৩২ ও ৩৪ মিনিটের মাথায় প্রণব সরকার ও আকমল হোসেনের পরপর দুটি গোলে টাউন ক্লাব ব্যবধান কমিয়ে আনার পাশাপাশি জোর আক্রমণ চালিয়েছিল ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে আনার জন্য। চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি তবে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষেই যায়। খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি দুইদলের পাঁচজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিপ্লব সিনহা, অরিন্দম মজুমদার, আদিত্য দেববর্মা ও লিটন সাহা। দিনের খেলা: রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম ত্রিবেণী সংঘ, বিকেল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
রামকৃষ্ণ	৪	৩	১	০	১১-৪	১০
এগিয়ে চলো	৪	৩	১	০	৮-১	১০
ফরোয়ার্ড	৪	২	২	০	৭-৪	৮
লালবাহাদুর	৪	২	১	১	১১-৩	৭
ত্রিবেণী সংঘ	৫	২	১	২	৫-৮	৭
জুয়েলস	৫	২	০	৩	১২-১২	৬
ফ্রেন্ডস ইউ:	৬	২	০	৪	১০-১৭	৬
টাউন ক্লাব	৫	১	০	৪	৭-১২	৩
বীরেন্দ্র ক্লাব	৫	১	০	৪	৫-১৫	৩

চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন, দিনের ম্যাচ শেষে ফের তোপের মুখে রেফারি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। এই পদ্ধতি আর কতদিন চলবে। মঙ্গলবার উমাকান্ত ময়দানে টাউন ক্লাব বনাম জুয়েলস এসোসিয়েশনের ম্যাচের পর এই কথাটা অবশ্যই প্রযোজ্য। ম্যাচে যে দলই হারছে বিগত কয়েকদিন ধরে চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগে, তাদের একটাই কথা রেফারি সঠিকভাবে নাকি ম্যাচ পরিচালনা করেন নি। মঙ্গলবার ম্যাচ জেতার পর ও একই অভিযোগ করলেন জুয়েলস এসোসিয়েশনের কোচ পুরী প্রসাদ দেববর্মা। পুরী প্রসাদের অভিযোগ, রেফারি বিপ্লব সিনহা নাকি শুধু শুধু তার দলের কয়েকজন ফুটবলারকে কার্ড দেখিয়েছেন বিপক্ষ দলের চাপে পড়ে। এটা কেমন কথা হলো। নাচতে না পারলেই যে সব উঠোন বাঁকা হবে, এই থিউরি আর কতদিন। রেফারি কার্ড শো করেছেন, এর পেছনে নিশ্চয়ই কারণ ছিলো। এতে অযথা রেফারিকে দোষারোপ করে আর কতদিন পার পাবেন বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তারা, প্রশ্ন কিন্তু এখানেই আম জনতার। একই কান্ড করলো টাউন ক্লাবের কোচ রূপক মজুমদার সহ সহকারী কোচ সুজিত শুক্ল দাস। ম্যাচের পর সুজিত শুক্ল দাস তো তেড়ে গেলেন রেফারি বিপ্লব সিনহার দিকে। ভাব তার এরকম ছিল, হয়তো বিপ্লবের মুখে দেবেন ঘুষি কিংবা চড়। সহকারী রেফারি আদিত্য দেববর্মা না আটকালে হয়তো মাঠে একটা বাজে দৃশ্য ঘটে যেত আবার।

কোচ রূপক মজুমদার তো সরাসরি বললেন, রেফারির কারণেই নাকি তার দল হারলো। অথচ প্রথমার্ধে তিন গোল কি সুন্দর ভাবে যে হজম করলো টাউন ক্লাব, তা কিন্তু দেখলো মাঠে উপস্থিত প্রত্যেকেই। এই বিষয়টা কিন্তু ম্যাচের পর খুব সুন্দর ভাবে কাটিয়ে গেলেন রূপক মজুমদার। গোলরক্ষকের নাকি শরীর ভালো ছিল না।

এরপর ও সে খেলবে বলে তাকে খেলানো হলো। তবে গোটা দল যে কি মানের পারফরমেন্স করলো তা কিন্তু একবার ও নিজের মুখে আনলেন না রূপক। যাবতীয় যা দোষ সব নাকি রেফারির। আর কতদিন এই ট্রেন্ড চলবে রাজ্য ফুটবলে।

ভাবনাটা কবে যে বদলাবে, তা হয়তো বলবে সময়ই।

মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সামাজিক কর্মসূচি তমালের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। অনবদ্য উদ্যোগ নিলেন রাজ্যের সিনিয়র রেফারি শিবযোতি চক্রবর্তী।প্রয়াত ওনার মাতা সুবর্ণলতা চক্রবর্তীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মাঠে উপস্থিত এদিন সকল রেফারি, ক্রীড়া সাংবাদিক, ফুটবলার, আরক্ষা কর্মী সহ টি এফ এর প্রত্যেক কর্মকর্তার হাতে কেক ও জলের বোতল তুলে দিলেন তিনি। একই দিনে অনাথ আশ্রমে শিশুদের হাতে শিবযোতি চক্রবর্তী তুলে দিলেন তার সাধ্যমতো জিনিস। বড় মনের মানসিকতার পরিচয় দিলেন এই সিনিয়র রেফারি।

আন্ত: ম্যাট্রিক্স দাবা প্রতিযোগিতায় সেরা রাহুল রায়, কানিষ্ক চৌধুরী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। চ্যাম্পিয়ন হলো রাহুল রায় এবং কানিষ্ক চৌধুরি। আন্ত: মেট্রিক্স দাবা প্রতিযোগিতায়। মঙ্গলবার কৃষ্ণনগর মেট্রিক্স চেস আকাদেমিতে হয় আসর। তাতে অংশ নিয়েছিলো ২৫ জন দাবাড়ু। সিনিয়র বিভাগে ৪ রাউন্ডে পুরো ৪ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাহুল রায়। ৩ পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করে যথাক্রমে তমজিৎ সাহা এবং অংশুমান দেবনাথ। আড়াই পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থান দখল করে আরমান ব্যানার্জি এবং শিবম প্রতাপ পাল। জুনিয়র বিভাগে ৩ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কানিষ্ক চৌধুরি। ২ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থান দখল করে যথাক্রমে শুভদীপ দাস, রীধান শঙ্কর রায় চৌধুরি,রুদ্ররাজ দাস এবং প্রবজ্যোত ভট্টাচার্য। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আকাদেমির পেট্রণ প্রবোধ রঞ্জন দত্ত, অভিভাবক রাজীব দেবনাথ, পৃথ্বিরাজ ভট্টাচার্য এবং হোমাগ্নি শঙ্কর রায় চৌধুরি। আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো কদমতলার সারদা স্যানিটারি। আকাদেমির কোচ কিরীটী দত্ত জানান, আকাদেমির দাবাড়ুদের উন্নতির কথা মাথায় রেখে প্রতিমাসেই এমন আসর এক বা তার বেশী করা হবে এখন থেকে।

কর্নাটকে জাতীয় সাব-জুনিয়র ফুটবলে অংশ নিতে ত্রিপুরা গার্লস টিমের রওয়ানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা দল এখন কর্নাটকের উদ্দেশ্যে। ২২ জন বালিকা ফুটবলার এবং সঙ্গে দুজন কোচ ও ম্যানেজার সহ মোট চব্বিশ সদস্যের ত্রিপুরা দল আজ-ই রওয়ানা হয়েছে জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কর্নাটকের বেলগামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাতীয় সাব জুনিয়র গার্লস ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-২৪। এতে অংশ নিতে ২২ সদস্যের রাজ্য দল আজ-ই রেলপথে রওয়ানা হয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবারকার রাজ্য দলের সাফল্যের ব্যাপারে অনেকটাই আশাবাদী। পাশাপাশি সচিব অমিত চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, রাজ্য দলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা রয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য দল যেন কোনরকম সমস্যা হীন ভাবে কর্ণাটকের বেলগামে পৌঁছে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে সাফল্য লাভের মধ্য দিয়ে যথাযথ ঘরে ফিরতে পারে, তার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রিক এ বিষয়ে নজরও রাখা হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা হলো :প্রিয়া রায়, পূজা ভৌমিক, নবমিতা চাষা, অঞ্জলি উরাং, রুমা ঝড়া, আফুতি মলসাই রিয়াং, ধনীতা রিয়াং, দীপিকা দেববর্মা, জেসিকা ঝরা, প্রেমা সূত্রধর, তৃষ্ণা দাস, সায়ন্তিকা দাস, স্মৃতি সরকার, শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস, রিয়া জমাতিয়া, জয়া দেববর্মা, শুক্লা রানী দেববর্মা, সোহানা জমাতিয়া, মিতা জমাতিয়া, দীপিকা বিশ্বাস। কোচ সুজন সরকার ও ম্যানেজার অনিতা সরকার।

ফিরে দেখা: এশিয়ান গেমসে ভারতের সাফল্য ২০১০ : চীনের গুয়াংজু

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সাল ২০১০-এর এশিয়ান গেমস চীনের গুয়াংজুতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১২ নভেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর। এটি ছিল দ্বিতীয়বারের মতো চীন এশিয়ান গেমসের আয়োজক, প্রথমটি ছিল এশিয়ান গেমস ১৯৯০ বেইজিংয়ে।

গুয়াংজু এর তিনটি প্রতিবেশী শহর, ডংগুয়ান , ফোশান এবং শানওয়েই গেমসটির সহ-আয়োজক। প্রিমিয়ার ওয়েন জিয়াবাও হাইক্সিনশা দ্বীপে পার্ল নদীর তীরে গেমসের উদ্বোধন করেন। ইভেন্টগুলি হোস্ট করার জন্য মোট ৫৩টি ভেন্যু ব্যবহার করা হয়েছিল। ২০১০ এশিয়ান গেমসের অফিসিয়াল লোগোর ডিজাইন ধারণাটি গুয়াংজু এর পাঁচটি ছাগলের কিংবদন্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল, যা এশিয়ান গেমস মশাল হিসাবে পাঁচটি ছাগলকে প্রতিনিধিত্ব করে। ৪৫টি জাতীয় অলিম্পিক কমিটি (এনওসি) থেকে মোট ৯৭০৪ জন ক্রীড়াবিদ ৪২টি খেলা ও শৃঙ্খলার ৪৭৬টি ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল , যা গেমসের ইতিহাসে এটিকে বৃহত্তম ইভেন্টে পরিণত করেছে।

চূড়ান্ত পদক তালিকায় চীন প্রথম, দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণ কোরিয়া এবং তৃতীয় স্থানে জাপান। চীন ১৯৯ টি স্বর্ণপদক নিয়ে গেমসের একটি নতুন রেকর্ড গড়েছে। তিনটি বিশ্ব ও ১০৩টি এশিয়ান রেকর্ড ভেঙেছে।তাদের মোট পদক ৪১৬টি। দক্ষিণ কোরিয়ার মোট পদক ২৩২, যার মধ্যে সোনা ৭৬টি ও জাপানের মোট পদক ২১৬ টি , যার মধ্যে ৪৮টি সোনা। ভারত ১৪ টি সোনা,১৭ টি রুপো ও ৩৪ টি ব্রোঞ্জ পেয়ে ষষ্ঠ স্থান পেয়েছিল।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO.11/EE/E-CELL/ARDD/2023-24. Date : 05/09/2023.
Memo No : F.1(20)/E-Cell/ARDD/WORKS/TENDER/21/1548-55 Date : 05/09/2023.
Percentage rate bids in single bid percentage rate tender are invited on behalf of the 'Government of Tripura' in PWD -7(Seven) upto 3.00 p.m on 19/09/2023 for DNIT : i) 37/EE/E-CELL/ARDD/2023-24 & DNIT: ii) 38/ EE/ E-CELL/ARDD/2023-24 all details can be seen in the office of the Undersigned. For any query please contact 9436969700.
N.B :- For details please Visit https://ardd.tripura.gov.in.

Executive Engineer
Engineering Cell, ARDD.
P.N. Complex, Agartala.

ICA/C-2239/23

PNIT NO: ePT26/EE/RD/KCP/DIV/2023-24 Dt. 08.09.2023
The Executive Engineer, R.D)."=achanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 14.00 AM on 22.09.2023 for 04 (FOUR) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2023-24. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Engineer Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

ICA/C-2229/23

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পি. এম. এ. ওয়াই. জি. সুবিধাভোগীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে কুমারঘাট আর ডি ব্লকের আওতাধীন ৩৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজে কমিটির অন্তর্গত PMAY-G Annexure-C এবং Annexure-D এর তালিকায় আপনাদের নাম লিপিভুক্ত আছে কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজে কমিটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আপনারা এই ব্লক এলাকায় থাকেন না , আপনি ঘর নিতে অনিচ্ছুক অথবা আপনি ঘর পাওয়ার জন্য উপযুক্ত নন।

তাই এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আপনাদের অবগত করা যাচ্ছে যে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণাদি নিয়ে নিজে নিজে গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজে কমিটি অথবা কুমারঘাট ব্লক অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে, অন্যথায় আপনাদের নাম PMAY-G অপেক্ষমান অতিরিক্ত নামের তালিকা থেকে অপসারণ করার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে এবং পরবর্তী সময়ে ঘর পাওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকবে না।

পঞ্চায়েত অনুযায়ী নামের তালিকা নিম্নরূপ :.

SL	Name of GP/VC	Name of beneficiary	FATHER/HUSBAND NAME	PMAY (G) ID
1	Taraninagar	Bijoy Sinha	Krishnamohan Sinha	140597749
2	West Ratacherra	Goganchand Debnath	Gunamani Debnath	139277509
3	West Ratacherra	Sunil Debnath	Bajro Debnath	137815904
4	Saidarpar	Girban Deb	Gopika Ranjan Deb	1368987
5	Saidarpar	Krishna Sahaji	Monmohan Sahaji	1133727

Block Development Officer
Kumarghat RD Block
Unakoti Tripura

ICA/D-960/23

(email: eeagriwest.1@gmail.com)
NOTICE INVITING QUOTATION NO. 18/EE/AGRI/W/2023-24
On behalf of the 'Governor of Tripura' , sealed separate quotations are invited from owners of vehicle having Commercial License for hiring of 2 (Two) Nos. MARUTI EECO Vehicle for a period of 12(Twelve) Months.

Sl. No.	Description of work	Applied	Cost of document	Last date & time for application	Issue of Bidding document	Bidding document Selling & Dropping Center	Dropping date & time	Opening date & Time
1.	Hiring of Maruti EECO vehicle for use of Assistant Engineer (Agri), Civil, West District , Department of Agriculture & Farmers Welfare, Tripura for a period of 12(Twelve) Months. (DNIQ NO. 19/AGRI EE/WEST/2023-24)	1(One) No.	Rs.1,000/- only	During office hours upto 19/09/2023	Up to 4.00 pm on 20/09/2023	office of the Executive Engineer (West), Department of Agriculture & Farmers Welfare , Agartala, Tripura/ The Executive Engineer(Mech), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Office Lane, Agartala, Tripura	Up to 3.00 P.M. on 22/09/2023	On 22/09/2023 at 4.00 P.M
2.	Hiring of Maruti EECO vehicle for use of Assistant Engineer(Agri), Civil, Sepahijala District , Department of Agriculture & Farmers Welfare, Tripura for a period of 12(Twelve) Months. (DNIQ NO. 20/AGRI EE/WEST/2023-24)	1(One) No.	Rs.1,000/- only					

For details, please contact to the office of the undersigned.

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West),
Department of Agriculture & F. W,
Agartala, West Tripura

ICA/C-2235/23

শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রক
আই টি আই আমবাসা

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

তারিখ 12/09/2023

শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীনস্থ আই টি আই , আমবাসা এ 2023-24 এবং 2023-25 শিক্ষাবর্ষে ছাত্র নিম্নলিখিত ট্রেডে কিছু শূন্য আসনে 'First Come First Serve " (আগে আসলে আগে পাবে) – ভিত্তিতে Walk- In- Admission এর মাধ্যমে তারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য দরখাস আহ্বান করা হচ্ছে ।

ক্রমিক সংখ্যা	ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণের সময়কাল	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	মোট আসন সংখ্যা	মোট আসন সংখ্যার মধ্যে PH & Ex-Serviceman এর জন্য সংরক্ষিত আসন
1	COPA	1 Year	Madhyamik Pass or Equivalent.	UR-01 SC-01	PH-01
2	WELDER	1 Year	8th Pass	UR-02 ST-04 SC-03	PH- 01
3	Wiremen	2 Year	8th Pass	UR-07 ST-07 SC-03	PH-01
4	DRAUGTSMAN (Civil)	1 Year	Madhyamik Pass or Equivalent (With Mathematics & Science)	UR-08 ST-04 SC-02	Ex-Serviceman – 01 (UR) PH-01
5	Diesel Cum Mechanic	06 Months	8th Pass	UR-21 ST-12 SC-07	PH-02
6	AGRO PROCESSING	1 YEAR	Madhyamik Pass or Equivalent.	UR- 17 ST -08 SC - 07	Ex- Serviceman -01 (UR) PH-02
7	FOOD BEVERAGE	1 YEAR	Madhyamik Pass or Equivalent	UR -21 ST-12 SC-07	Ex- Serviceman -01 (ST) PH-02
8	BAKER & CONFECTIONARY	1 YEAR	Madhyamik Pass or Equivalent.	UR-20 ST-12 SC-07	Ex- Serviceman -01 (SC) PH-02

আবেদনপত্রের নমুনা আইটিআই আমবাসার ওয়েবসাইট থেকে/ Training Section এ পাওয়া যাবে ।
ভর্তির নিয়মাবলী :-
* উল্লেখ প্রার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বশরীরে তাদের তথ্য ও শংসাপত্র (Madhyamik Admit Card, Madhyamik Mark sheet, Caste Certificate, PRTC, Aadhaar Card, Bank Pass Book, Family Ration Card, Medical Fitness Certificate) সমূহের (Original and Photocopy) আসলটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় মাত্র 1000 টাকা Caution Money (ফেরত যোগ্য) নিয়ে আসতে হবে । এবং 2 Copies passport size photo নিয়ে আসতে হবে ।
* ভর্তির সময়সীমা 14/09/2023 থেকে 22/09/2023পর্যন্ত (From 11.00 A.M to 04.00 P.M. in all working days).
* ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইটিআই আমবাসার Training Section এ যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ।
* Contact No 7005505150

(Hendry Rupini)
Principal
Govt. Industrial Training Institute
Ambassa, Dhalai , Tripura

ICA/D-963/23

SPOT ADMISSION NOTIFICATION-2023
Women's Polytechnic, Hapania
Government of Tripura
This is for information of all concern that a SPOT ADMISSION DRIVE will be conducted on 14th & 15th September, 2023 to fill up- the remaining vacant seats of the following Diploma Engineering Courses.

Name of Branch	Total Number of Seats Vacant		
	UR	ST	SC
Computer Science and Technology	01 (1-ESM)	08	02
Information Technology	00	09	03
Medical Lab Technology	00	05	03
Electronics and Telecommunication Engineering	03	09 (1-ESM)	05
Fashion Technology	05	03	02
Total	09	34	15

All intending candidates those who have completed/ passes 10 Standard Examination from Recognized Board and willing to take Admission in Diploma Engineering at Women's Polytechnic, Hapania, Tripura West are hereby informed to attend the SPOT ADMISSION DRIVE on 148 & 15t_September , 2023 from 10 AM to 4 PM at Women's Polytechnic, Hapania. Candidates are required to bring all certificates- PRTC/ CASTE CERTIFICATE/AADHAR CARD/BIRTH CERTIFICATE/ SCHOOL LEAVING CERTIFICATE/ 10 Passed Certificate and Mark Sheets in original along with Photocopies of the same. Selection of the candidate will be based on merit basis followed by AICTE norms, rules and regulation of the State Govt*For more details please visit to the Institute's website www.wptripura.nic.in

(Partha Pratim Das)
Principal-in-charge,
Women's Polytechnic,
Hapania, Tripura (W)

ICA/D-957/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রক্তদানে আত্মিক অনুভূতিরও জন্ম হয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। রক্তদান আমাদের বার বার মরণ করিয়ে দেয় আমরা একে অপরের পরিপূরক। মানুষের প্রতি মানুষের যে দায়বদ্ধতা রয়েছে রক্তদানের মত অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে আমরা তা বুঝতে পারি। উপলব্ধি করতে পারি আমরা সবাই একটি পরিবারের মত। আজ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রক্তের কোন ধর্ম ও জাত নেই। রক্তদানের মাধ্যমে বিভেদ মুছে এক হওয়ার সুযোগ থাকে। রক্তদানে আত্মিক অনুভূতিরও জন্ম হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক সময়ই লক্ষ্য করা যায় নিজ পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই রক্তের বিভাগের কোন মিল থাকেনা। আবার অন্য মানুষের সঙ্গে রক্তগ্রহীতার রক্তের মিল পাওয়া যায়। এটাই প্রমাণ করে আমরা সবাই এক, আমরা সবাই অভিন্ন। রক্তদানের উপরে আর কোনও দান নেই।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এখন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। রাজ্য বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্যে যোজনা চালু করার ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা হাসপাতালগুলির উন্নতি করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি ট্রমা সেন্টার চালু করা হয়েছে। রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে। তিনি আরও বলেন, এজিএমসি হাসপাতাল ভারতের যেকোন হাসপাতাল থেকে কোনও অংশে কম নয়। এখানকার চিকিৎসক থেকে চিকিৎসাকর্মীরা ভাল কাজ করে চলছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মাঝে মাঝেই লক্ষ্য করা যায় চিকিৎসকরা হিংসার শিকার হয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার সমাজে চিকিৎসকদের অবদান অসীম। তাই চিকিৎসকদের উপর মানুষের অব্যশই আস্থাশীল হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীদেরও রোগীর পরিবারের প্রতি বিনয়ী থাকা দরকার।মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চূড়ান্ত সফল হয়েছে জি-২০ সম্মেলন ভারতকে দরাজ সার্টিফিকেট আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): "চূড়ান্ত সফল হয়েছে ভারতে আয়োজিত জি-২০ সম্মেলন।" দিল্লিতে রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন শেষ হওয়ার পরেই সভাপতি রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে একথা বলেন মার্কিন বিদেশ দফতরের মুখপাত্র। জি-২০ আয়োজন নিয়ে ভারতকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছে আমেরিকার প্রবল প্রতিপক্ষ রাশিয়াও। যদিও ভারতের আয়োজন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল চিনা সরকারি সংস্থা।

প্রথমবার জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন করেছে ভারত। জি-২০ সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন আমেরিকার বিদেশ দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সদ্য সমাপ্ত জি-২০ সম্মেলন কতখানি সফল হয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি জি-২০ সম্মেলন চূড়ান্তভাবে সফল হয়েছে। জি-২০ বিশাল বড় সংস্থা। সেখানে রাশিয়া, চিনের মতো দেশগুলিও রয়েছে। সদস্য দেশগুলির মধ্যে রয়েছে মতানৈক্য। তা সত্ত্বেও সার্বভৌমত্ব, ভৌগলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা নিয়ে বিবৃতি দিতে পেরেছে জি-২০।" যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার নাম না করে যেভাবে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে জি-২০ সম্মেলনে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দেশ। রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেন, "ভারত জি-২০ সম্মেলনকে ইউক্রেন সর্বস্ব করার অনুমতি দেয়নি।" এই কারণেই 'রাজনীতির ঊর্ধ্বে' এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন 'সফল' হয়েছে। লাভরভ আরও বলেন, "জি-২০ সম্মেলনের বিভিন্ন দেশের যৌথ বিবৃতি থেকে রাশিয়া-ইউক্রেন প্রসঙ্গটিকে আমরা আলাদাভাবে দেখছি না।"

যদিও জি-২০ সম্মেলন আয়োজন নিয়ে ভারতকে একহাত নিয়েছে চিনা সংস্থা। সরকারি সংস্থার দাবি যেসমস্ত এলাকা নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বিবাদ রয়েছে, সেখানেই জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এইভাবে সম্মেলন আয়োজন করে আসলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমস্যাগুলি তুলে ধরতে চেয়েছে ভারত। এইভাবেই প্রচারের আলো নিজেদের দিকে টানতে চেয়েছে বলে নয়াদিল্লিকে তোপ দেগেছে বেজিং।

ফের যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ সেপ্টেম্বর।। ট্রাফিক দপ্তরের অবহেলার কারণে ধর্মনগরে প্রতিদিন যানদুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। মঙ্গলবার দুপুর একটার দিকে জেল রোড মনতলার কাছে একটি ই-রিক্সা প্যাসেঞ্জার নিয়ে উত্তর জেলা শাসকের গাড়ির সাথে সংঘর্ষ বাঁধে। এই সংঘর্ষে ই-রিক্সার চালকের খুব একটা ক্ষতি না হলেও ই-রিক্সার মধ্যে একজন বয়স্ক মহিলা জাফলং ৪ নং ওয়ার্ডের সুপর্ণা নাথ ব্যাপকভাবে আঘাতের শিকার হয়। সাথে সাথে তাকে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর লোকেরা এসে উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সে এখন আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তর জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। ই-রিক্সা চালকের নাম বিভ্র দে পুরকায়স্থ এবং বাড়ি হাফলং গ্রাম পঞ্চায়েতে। উল্লেখ্য ই-রিক্সা চালকের বয়স এখনো ১৮ বছর হয়নি। কি করে নাবালকরা ই-রিক্সা নিয়ে শহরের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় তা নিয়ে ট্রাফিকের কোন মাথা ব্যাথা নেই। ট্রাফিক দপ্তর কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করলে দুর্ঘটনার হার আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে অনেকেই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।

কাঞ্চনপুরের সীমান্ত গ্রামে বিএসএফের সামাজিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১২ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরের সীমান্ত গ্রামে বিএসএফের সামাজিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই সামাজিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

কাঞ্চনপুর মহকুমার দুর্গম সীমান্তবর্তী এলাকায় ১৭৯ নাম্বার সীমান্ত বাহিনীর উদ্যোগে সিভিক একশ্যান প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিওপি শিমনা-টু তে এই অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৭৯ নম্বর বিএসএফ সি কোম্পানির ডিসি কুলদীপ সিং বাহিনীর সহকারী কমান্ডেন্ট সুরেশ কুমার। সকাল ১০:৩০ মিনিটে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাহিনীর পক্ষ থেকে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীদের মধ্যে নানা ধরনের ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী যথা শীতবস্ত্র, মশারি, মহিলা ও পুরুষদের জন্য পোশাক ,জুতো, প্লাস্টিকের চেয়ার টেবিল ও বিভিন্ন খেলার সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে গ্রামবাসীদের মধ্যে মিলিত ভোজনেরও আয়োজন করা হয়। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে বিভিন্ন বিনোদনমূলক নাচ গানের আসর বসে। সীমান্ত বাহিনীর উদ্যোগে এক ধরনের অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে। বাহিনীর পক্ষ থেকে সুরেশ কুমার বলেন বিভিন্ন সময়ে বাহিনীর পক্ষ থেকে বর্ডার এলাকায় নানা ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। কেননা বর্ডার এলাকায় বসবাসকারীরা সারাদেশে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত আনন্দমূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তা থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হন। বিশেষত দুর্গমতার কারণে দেশের সাধারণ নাগরিকরা যে সুযোগ সুবিধা উপভোগ করতে পারেন সীমান্তবর্তী এলাকার জনগণ তা অনেকাংশেই উপভোগ করতে পারেন না। তাই সীমান্ত বাহিনীর পক্ষ থেকে দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী দেশীয় নাগরিকদের মাঝে মধ্যে আনন্দ দেওয়ার জন্য এ ধরনের আয়োজন করা হয়।আগামী দিনেও নানা ধরনের অনুষ্ঠান মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সীমান্ত বাহিনীর সম্পর্ক নিবিড় করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। ছেলের মৃতদেহ আকড়ে ধরে কাঁদছেন বৃদ্ধ মা-বাবা। পরিবারের সবার অলক্ষ্যে ফাঁসিতে আত্মহত্যা যুবকের।ঘটনা উদয়পুর পূর্ব ধজনগর এলাকায়। ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া। গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলো পূর্ব ধজনগর দুই নাম্বার ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা অলক শুক্ল দাস(৪০)। সে গোকুলপুর বাজারে মাংস বিক্রি করে বলে জানা গেছে। জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে মৃত অলক শুক্ল বৈদ্যের স্ত্রী উনার ষষ্ঠ শ্রেণী পড়ুয়া মেয়েকে নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যান। সেই সুযোগে অলক শুক্ল দাস বাজার থেকে বাড়িতে এসে নিজ ঘরেই আত্মহত্যা করেন। উনার মা বাবা তখন বাড়ীর পাশে কৃষিজমিতে কাজ করছিল বলে জানা গেছে। বাড়িতে এসে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন তারা। পরবর্তী সময়ে খবর যায় রাধাকিশোরপুর থানায়। যদিও পুলিশ ঘটনাস্থলে আসার আগেই পরিবারের সদস্যরা তাকে বাঁচানোর জন্য গলার ফাঁস খুলে ফেলে। গোমতী জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়েছে। এলাকাবাসী সূত্রে খবর, পরিবারে কোনো ঝামেলা ছিল না। কি কারণে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই। অলক শুক্ল দাসের মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে।

ড. বি আর আম্বেদকর স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রদান

শিক্ষার মান উন্নয়নে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে : সান্ত্বনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর (ওবিসি) ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। গত ২০২১ ও ২০২২-এ ওবিসি সম্পদায়ের ছাত্রছাত্রীদের ভালো ফলাফলেই তার প্রমাণ মেলে। এটা ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তির কারণে সম্ভব হয়েছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২ নং প্রেক্ষাগৃহে ড. বি আর আম্বেদকর স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রদান ও শিক্ষাঋণ প্রদান অনুষ্ঠানে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণমন্ত্রী সান্তনা চাকমা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে ওবিসি কল্যাণমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা চাই ওবিসি সম্পদায়ের ছাত্রছাত্রীরা পর্ষদের পরীক্ষায় আরও ভালো ফলাফল করুক। এ লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এ বিষয়ে আন্তরিক রয়েছেন। ওবিসি সম্পদায়ের ছাত্রছাত্রীরা জাতীয়স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যাতে অংশ নিতে পারে সে লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী আকাঙ্ক্ষা স্কিম চালু করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যে কোচিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত বিগত ২০২১ ও ২০২২ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম থেকে দশম স্থান পেয়েছে এমন ৩৭ জন ওবিসি সম্পদায়ের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের ড. বি আর আম্বেদকর স্বর্ণপদক পুরস্কার, ৬ জনকে বিদ্যাসাগর সোসিও কালচারাল অ্যাওয়ার্ড, আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আয়োজিত বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৫ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর ১৫৭ জন ছাত্রছাত্রীকে এককালীন আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হয়। তাছাড়াও ওবিসি কর্পোরেশন থেকে নির্বাচিত ১৪ জন ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাঋণ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার, এককালীন আর্থিক সহায়তা ও শিক্ষাঋণের ম'রিপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে প্রবেশের পথে আটক অবৈধ বার্মিজ সুপারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় বার্মিজ সুপারি নিষিদ্ধ সত্ত্বেও প্রতিনিয়তই নানা কৌশলে ত্রিপুরায় এসব সুপারি নিয়ে আসার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। এ নিয়ে বহুবার প্রশাসনের সঙ্গে সুপারি উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের আলোচনা হয়েছে। প্রশাসন চেষ্টা করেও পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারছে না। করিমগঞ্জ থেকে ধর্মনগরে বার্মিজ সুপারি নিয়ে আসার সময় অসম চুরাইবাড়ি পুলিশের হাতে ধরা পড়ল সুপারী সহ দুই যুবক। ঘটনা মঙ্গলবার সকাল নয়টা নাগাদ। জানা যায়, অসমের করিমগঞ্জ থেকে টি আর-০৫-এফ-১৭৬৮ নম্বরের একটি পণ্যবাহী গাড়িতে করে একশো কার্টুন ডিমের সঙ্গে এই অবৈধ বার্মিজ সুপারীগুলি পাচারের চেষ্টা করা হয়। অসম চুরাইবাড়ি পুলিশের নাকা পয়েন্টে আসতেই পুলিশ গাড়িটি আটক করে তল্লাশি করে এই অবৈধ বার্মিজ সুপারিগুলো আটক করে। পঞ্চাশ কেজি করে দশ বস্তা সুপারী ছিল গাড়িটিতে। যার কালোবাজারি মূল্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। সঙ্গে আটক করা হয়েছে অবৈধ দুই বার্মিজ সুপারীর ব্যবসায়ীকে। তাদের নাম জুলফিকর আলী ও প্রসেনজিৎ দেব। দুজনের বাড়ি ত্রিপুরার চুরাইবাড়ি থানাধীন নদিয়াপুর-শনিছড়া গ্রামের ২নং ওয়ার্ডে। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে বাজারিছড়া পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

খোয়াই মন্ডলের প্রাক্তন সম্পাদক বহিষ্কৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১২ সেপ্টেম্বর।। অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য দল থেকে বহিস্কার করা হল খোয়াই মণ্ডলের প্রাক্তন সম্পাদক পিন্টু দাসকে। ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে এক বিবৃতি জারী করে একথা জানানো হয়েছে। গত ৩.৭.২৩ তারিখে তাকে শোকজ করা হয়েছিল। কিন্তু যথেষ্ট সময় দেওয়ার পরেও পিন্টু দাস কোনো প্রকার উত্তর দেননি। তাই আজ এই বিবৃতির মাধ্যমে জানানো হয়েছে, অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে আগামী ৬ বছরের জন্য খোয়াই মণ্ডলের প্রাক্তন সম্পাদক পিন্টু দাসকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ডেপুটেশন এসএফআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। ছাত্র স্বার্থ সম্বলিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল এসএফআই। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন বিদ্যালয়গুলিতে পঠনপাঠন নিয়ে যে নির্দেশিকা জারী করা হয়েছে সিবিএসই- এর তরফে, তা নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিরোধী বিভিন্ন ছাত্র সংঘটনের পক্ষ থেকে এই নির্দেশিকা বাতিল করার দাবী উঠেছিল। নির্দেশিকায় ছিল বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে হবে। এই খবর ছড়িয়ে পরতেই বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের পাঠরত বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা চিন্তায় পরে যায়। তাদের অভিমত, দীর্ঘদিন ধরে বাংলা মাধ্যমে পঠনপাঠন করার পরে হঠাৎ করে তারা ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষায় বসতে পারবে না। যাকে কেন্দ্র করে বাম ছাত্র সংগঠন এস এফ আই, সি আই টি ইউ ডেপুটেশনও প্রদান করেছিল। তারপরে শিক্ষা দপ্তরের তরফে আরও একটি নির্দেশিকা জারী করা হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়, আগামী ২০২৬ থেকে ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে হবে। এবারে এই নির্দেশিকার বিরোধিতা করে মঙ্গলবার ডেপুটেশন প্রদান করে এস এফ আই। তারা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কাছে দাবী জানায়, এই নির্দেশিকা বাতিল করে ছাত্রছাত্রীরা বাংলা মাধ্যমেই পরীক্ষা যেন দিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় গুলিতে একেবারে নার্সারি বিভাগ থেকে ইংরেজিতে পঠনপাঠন শুরু করতে হবে। তার জন্য বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের উপর অতিরিক্ত ফি কমাতে হবে। প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তুকি দিতে হবে। এই দাবী গুলি না মানা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত করা হবে বলে জনিয়েছেন এস এফ আই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব।

পুলিশ আধিকারিকের কাছে বিশালগড় মহকুমা সাংবাদিকদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ সেপ্টেম্বর।। বিশালগড় থানার ঘুষখোর পুলিশের এএসআই প্রদীপ নট্টের বিরুদ্ধে বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নিকট মঙ্গলবার রাতে ডেপুটেশনে মিলিত হয় বিশালগড় মহকুমা কর্মরত সাংবাদিকগণ। জানাযায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা রাজ্যকে নেশা মুক্ত গড়ে তোলার লোককে অভিনব প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন আর উনার এই প্রয়াসে হাতে হাত রেখে নেশাকে দূর করার জন্য কাজে প্রতিনিয়ত সহায়তা করে সংবাদ মাধ্যমে। রাজ্যকে নেশামুক্ত করে রাখার জন্য প্রয়োগ চালিয়েছেন রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার কর্মরত সাংবাদিকরা। আর এই নেশা কারবারের সঙ্গে যে সমস্ত ব্যক্তিরা জড়িত রয়েছেন এবং তাদেরকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যারা সহায়তা করে যাচ্ছেন তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই সাংবাদিকরা তাদের কলম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ক্যামেরার মাধ্যমে সে সমস্ত ঘুষখোর অফিসারদের সমস্ত কীর্তি সমাজে উপস্থাপন করে যাচ্ছেন আর তাতেই কাটা গায়ে নুন লেগে যায় এই সমস্ত ঘুষখোর পুলিশ অফিসারদের।প্রসঙ্গত এমনিই একটি ঘটনা ঘটে গেল বিশালগড় থানায় ঘুষখোর পুলিশের এএসআই প্রদীপ নট্টের বিরুদ্ধে। জানা যায় বেশ কিছুদিন পূর্বে বিশালগড় বাইপাস এলাকায় দুজন জনজাতি যুবককে ৩০ টি ব্রাউন সুগারের কন্টেইনার সহ এএসআই প্রদীপ নট্ট এলাকাবাসীর হাত থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসেন সেখানে এ জনজাতির যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার ৩০ টি ব্রাউন সুগারের কৌঠা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। আর এই সংবাদ রাজ্যের সমস্ত ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়ার প্রচার হতে বিশালগড় মহকুমা কর্মরত সমস্ত সাংবাদিকদের বিশালগড় থানায় থেকে বিশ্রী গালিগালাজ করতে থাকেন এমনকি বিশালগড় মহকুমা কর্মরত সাংবাদিকদের কুকুরের বাচ্চা বলে আখ্যা দেন। মঙ্গলবার সকাল বেলায় বিশালগড় থানায় সংবাদ সংগ্রহ করতে যান বিশালগড়ে কর্মরত সাংবাদিকগণ আর ঠিক সেই সময় উনি সাংবাদিকদের কুকুরের বাচ্চা বলে আখ্যা দেন তিনি বলেন এ সমস্ত কুকুরের বাচ্চাদের কোন কাজ নেই শুধু পুলিশের বিরুদ্ধে নিউজ করা ঠিক সেই সময় ঘুষখোর পুলিশ অফিসার প্রদীপ নট্টের সেই কথার প্রতিবাদ করেন কর্মরত সাংবাদিকরা। তেমনকি সঙ্গে সঙ্গে বিশালগড় থানার ওসি তাপস দাসকে সে ঘটনার জানানোর পর তাপস দাস বলেন আমি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে সে বিষয়টা জানাচ্ছি আমার হাতে তার থেকে বেশি কিছু করার নেই উনার বিরুদ্ধে। বিশালগড় মহকুমা কর্মরত সাংবাদিকরা তথা বিশালগড় প্রেসক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ সম্পাদক তাজুল ইসলাম কোষাধ্যক্ষ হারাধন দেবনাথ সহ বিশালগড় মহকুমার কর্মরত অন্যান্য সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পানাল সেনের নিকট মঙ্গলবার রাতে এক ডেপুটেশন প্রদান করেন। সমস্ত ঘটনা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর কাছে উপস্থাপন করেন এমনকি বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিজ মুখে স্বীকার করেন যে সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘটনার পূর্বে উনার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর কাছে জমা করেন এমনকি উনাকে ডেকে দু তিন দিন উনাকে বারণ করে দেন এই সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকতে। কিন্তু কি হবে ঘুষখোর পুলিশের প্রদীপ নট্ট উনি ওনার সে কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পাশাপাশি যে সমস্ত সাংবাদিকরা ওনার সামনে নিউজ করতে যান উনি বলেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিকসার সঙ্গে উনার পরিচয় রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে উনার আত্মীয়তার পরিচয় রয়েছে। বিশালগড় মহকুমা কর্মরত সাংবাদিকরা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেনকে সাত দিনের সময় বেঁধে দিয়ে আসেন সাত দিনের মধ্যে ঘুষখোর পুলিশ অফিসার প্রদীপ নট্টের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি ব্যবস্থা করতে হবে অন্যথায় সাংবাদিকরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

মাধ্যমিক ও দ্বাদশ পরীক্ষার ফর্ম জমার শেষ দিন ১৫ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে আজ জানানো হয়েছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যেসব ছাত্রছাত্রী ২০২৪ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কন্টিনিউইং/ কম্পার্টমেন্টাল/ এ'টারনাল/ এ'টারনাল-কম্পার্টমেন্টাল/ সিঙ্গেল সাবজেক্ট/ ইক্যাইভেলেন্স ক্যাটাগরি/ ইনপ্রভমেন্ট কেণ্ডিডেইড হিসেবে পরীক্ষা দেবে তাদের ফর্ম ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত পর্ষদ অফিসে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বি'প্তিতে বিদ্যালয় প্রধান এবং সবার অবগতির জন্য জানিয়েছে ২০২৪ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক রেগুলার পরীক্ষার্থীদের স্পেশাল রেজিস্ট্রেশান/ এনরোলমেন্ট ও এ'টারন্যাল পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশান/ এনরোলমেন্ট ৩ অক্টোবর থেকে ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত অনলাইনে সাবমিট করা যাবে।

অসমে ৭৯টি উপ-জেলা গঠনে অনুমোদন রাজ্যপাল কাটারিয়ার

গুয়াহাটি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমে ৭৯টি উপ-জেলা গঠনে অনুমোদন দিয়েছেন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া। নাগরিক-কেন্দ্রিক প্রশাসনিক সহায়-সুবিধা, তৃণমূল স্তরে সর্বাধিক সমন্বয়, উৎপদনশীলতা, দক্ষতা অর্জনের জন্য অসমের রাজ্যপাল এই উপ-জেলাগুলি গঠন করতে অনুমতি দিয়েছেন।রাজ্যের মহকুমাগুলিকে তাদের নিজ নিজ প্রশাসনিক জেলার অন্তর্গত উপ-জেলা হিসেবেও অবিলম্বে কার্যকর করা হবে। মহকুমা/উপ-জেলার ভৌগোলিক সীমা বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার সীমানার সাথে কো-টার্মিনাস হবে। প্রস্তাবিত মহকুমা/উপ-জেলার সদর দফতর উপ-জেলার কেন্দ্রীয় অবস্থানে বা জেলা কমিশনার কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অন্য কোনও উপযুক্ত স্থানে থাকবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চলতি বছরের আগস্টের শুরুতে, অসম মন্ত্রিসভা প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নতির জন্য নির্বাচনী সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর চারটি নতুন জেলা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

মঙ্গলবার বোধজংনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক রক্তদান শিবিরে উপস্থিত বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।